RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন পৃথ্বীশ রাণা

পৃষ্ঠা- ৫

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ১ জুলাই – ১৪ জুলাই, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 26, Issue: 13, Cooch Behar, Friday, 1 July - 14 July, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

ঘাস ফুল ফুটলো পাহাড়ে, অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দার্জিলিং: পাহাড়ে এককভাবে জিটিএ দখল করল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। উল্লেখযোগ্য ভালো ফলাফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেসেও।

প্রায় দশ বছর পর পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচন হল। এই নির্বাচন নিয়ে বহুদিন ধরেই নানা জটিলতা চলছিল। নির্বাচন বাতিলের দাবিতে বিমল গুরুং আমরণ অনশনে পর্যন্ত বসেছিলেন। যদিও শারীরিক অসুস্থতার কারনে পরে তাঁকে অনশন বন্ধ করতে হয়েছিল। পরবর্তীতে মত বদলে তাঁর দলের সদস্যরাও ভোটে অংশ নেয়। বেশকিছু আসনে তারা নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট সাতটি আসনে তাঁরা জিতেছে। ভালো ফল করেছে পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন উঠে আসা নতুন দল হামরো পার্টিও। মোট সাতটি আসনে তাঁরা জয়ী হয়েছে।

জিটিএ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছে অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। তারা জিতেছে ২৬টি আসনে। অন্য দিকে ভোট বয়কট করেছে সিপিআরএম, জিএনএলএফ এবং বিজেপি।

পাহাড়েও এবার ধীরে ধীরে শক্তি বিস্তৃত হচ্ছে রাজ্যের শাসক শিবিরের। সমতলে বিপুল জয়ের পর এবার প্রথমবারের জন্য ঘাস ফুল ফুটেছে পাহাড়ে। প্রথমবার পাহাড়ে জিটিএ নির্বাচনে লড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর তাতেই ভালো ফল করেছে ঘাসফুল শিবির। ১০ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৫ টি আসনে জিতেছে তারা। এই আসনগুলির মধ্যে ডালি কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী বিনয় তামাং।

সব মিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত খুশি। এই জয়ের জন্য তিনি মা-মাটি-মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাহাড়ের মানুষের জন্য রয়েছে তাঁর অভিনন্দন। এদিকে, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভোটেও তৃণমূল কংগ্রেসের জয়জয়কার হয়েছে। একক ভাবে শিলিগুড়ি মহকমা পরিষদ দখল করেছে তৃণমূল। এর সঙ্গে উত্তরবঙ্গে তাদের ভিটে পুরোপুরি ভাবে মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে রাজ্যের শাসক দল।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনেও দাপট তৃণমূলের

শিলিগুড়ি: মহকুমা পরিষদ দখল করল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। মহকুমা পরিষদের ৯টি আসনের মধ্যে ৮টি আসনেই জয় পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে, ৪টি পঞ্চায়েত সমিতিও নিজেদের দখলে রেখেছে শাসকদল। পঞ্চায়েত সমিতির গণনার পর পরই শুরু হয়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্ছাস।

২২ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০ টি অর্থাৎ ৪২৩ টি আসনের মধ্যে ৩১১ টি আসন দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অনেকটা পিছিয়ে বিজেপি দখল করেছে গ্রাম পঞ্চায়েতের মাত্র ৭৪ টি আসন। কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে ১৬ টি এবং সিপিএম ১২ টি আসন পেয়েছে।

৪টি পঞ্চায়েত সমিতির ভোট গণনা শুরুতে খড়িবাড়ি ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে ৯টি তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করে। তিনটিতে বিজেপি জয় পায়। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির ১৫টি আসনের মধ্যে ১২টি তৃণমূল এবং তিনটি আসন বিজেপির দখলে গিয়েছে। ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির

২১টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি আসনে জয়ী হয়েছে। অন্যদিকে, ২২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৯টি আসনই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। নকশালবাড়িতে পঞ্চায়েত সমিতির ১৮টি আসনের মধ্যে একটি মাত্র বিজেপি দখল করতে পেরেছে। বাকি ১৭টি তৃণমূল নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, মহকুমা পরিষদের আসনে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাধিপতি প্রার্থী তথা গতবারের বিজয়ী প্রার্থী কাজল ঘোষ। পরাজিত হয়েছেন সিপিএম নেতা গৌতম ঘোষ। জয়ী হয়েছেন তারকা প্রার্থী রুমা রেশমি এক্কা, নলিনী রঞ্জন রায় ।

যদিও ভোট গণনার সময় কারচুপির অভিযোগ এনেছে বিজেপি। এই নিয়ে গণনা কেন্দ্রের ভিতরেই রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভে বসে পড়েন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁরা অভিযোগ করেন, কাউন্টিংয়ের সময় বিজেপি প্রার্থী ও কাউন্টিং এজেন্টের অবর্তমানে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। জয়ী ঘোষণা করা হয় মহকুমা পরিষদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কুমুদিনী বারিককে। আর এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

ব্লক বিজেপি সভাপতি সন্তোষ সিংহ বলেন, "আমাদের অনুপস্থিতিতে আচমকা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হল। আমাদের নথি পর্যন্ত দেখানো হল না। আমরা চাই পুনরায় কাউন্টিং হোক"।

কোর্টের নির্দেশ মতো চলতি মাসেই চাকরি পাচ্ছেন ববিতা

কলকাতা: অবশেষে সমাপ্তি হলো দীর্ঘ লড়াই, মিললো স্বীকৃতি। নিজ যোগ্যতায় জয় হলো ববিতার। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আদালতে জয় পেয়েছিলেন ববিতা। কিন্তু এত সব কিছুর পরেও অবশেষে চাকরিটা পাবেন কিনা তা নিয়ে কিঞ্চিৎ সংশয় ছিল রাজ্যের মন্ত্রী পরেশ

অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতার বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে স্কুলে চাকরি পাওয়ার অভিযোগ আনা ববিতা সরকারের।

এবার কেটে গেল সেই সংশয়। আদালতের নির্ধারণ করে দেওয়া দিনেই স্কুলে চাকরির নিয়োগের সুপারিশপত্র পেলেন ববিতা। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মতো ববিতা সরকারকে কোচবিহারের মেখলিগঞ্জের ইন্দিরা উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হবে।

আদালতের নির্দেশ ছিল, ২৭ জুনের মধ্যেই ববিতাকে নিয়োগ করতে হবে। ৩০ জুন যাতে চাকরিতে যোগদান করতে পারেন ববিতা তা নিশ্চিত করবেন ডিআই। সেই নির্দেশ অনুসারেই গতকাল ববিতা পেলেন চাকরির নিয়োগের সুপারিশ পত্র।

২৭ জুন বিকেলে স্বামী সঞ্জয় কর্মকারের সঙ্গে সল্টলেকে এসএসসির দফতরে যান তিনি। সেখান থেকেই এই সুপারিশ পত্র হাতে পান ববিতা। 'যুদ্ধ' পূর্ণাঙ্গভাবে জয় করে ববিতা এদিন জানান, তিনি খুবই খুশি। এদিন সুপারিশ পত্র পাওয়ার পর এবার তিনি পাবেন নিয়োগ পত্র, তারপর অবশেষে স্কুলের চাকরি।

রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারীর কন্যার চাকরি বাতিল করেছে হাইকোর্ট। কারণ প্রাথমিক মেধা তালিকায় মন্ত্রী কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর নাম না থাকলেও পরে তাঁর নাম ২১ নম্বর থেকে সোজা এক নম্বর আনা হয়। ববিতার মেধা তালিকায় ২০ নম্বরে নাম ছিল। সে চলে যায় ২১ নম্বরে। তাই আদালত তাঁকে চাকরি দেওয়ার বিষয়টি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়েছে।

পাশাপাশি আদালতে আরও নির্দেশ ছিল, চাকরির প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত বেতনের সমস্ত টাকা ফেরত দিতে হবে পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীকে আর সেই টাকা পাবেন ববিতা। তিনি অবশ্য জানিয়েছেন, এই টাকা সমাজসেবা মূলক কাজে লাগাবেন, ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করবেন না।

রাজ্যজুড়ে দুর্নীতির প্রতিবাদে কোচবিহারে বিজেপির মহামিছিল

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: রাজ্যজুড়ে খুন সন্ত্রাস এবং বিভিন্ন দুর্নীতির প্রতিবাদে কোচবিহার জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে মহামিছিলের আয়োজন করা হয়। মহা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির জেলা দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বেরিয়ে কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে সুনীতি রোড ঘাস বাজারে শেষ হয় মিছিল। মিছিল শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখেন শুভেন্দু অধিকারী।

পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন তিনি। মঞ্চ থেকে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। একইসঙ্গে নাম না করে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং উদয় গুহকে আক্রমণ করে বলেন, একজন লম্বা মন্ত্রী ছিলেন প্রাইমারিতে ১০-১২ লক্ষ টাকা করে নিয়েছে। দুই হাতে মাল তুলেছে। আরেকজন ফরওয়ার্ড ব্লক এর বড় নেতার ছেলে বীজ সাপ্লাই করতো। সেই বীজ থেকে চারা বের হতো না। এরা কত চাকরি বিক্রি করেছে? পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে মূর্খ মুখ্যমন্ত্রী ও বলে আক্রমণ করেন তিনি।

শুভেন্দু অধিকারীর মিছিলের প্রতিবাদে প্রতীকি পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ তৃণমূলের

দেবাশীষ চক্রবর্তী

বক্সিরহাট: কোচবিহারের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মহামিছিলের বিরুদ্ধে বক্সিরহাটে কালো পতাকা হাতে নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল ও প্রতীকী পথ অবরোধ করল তৃণমূল।

সারদাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত শুভেন্দু অধিকারী কে গ্রেপ্তারের স্লোগান তুলে কালো পতাকা নিয়ে জাতীয় সড়কে মিছিল করার পাশাপাশি, অসম-বাংলা সীমানায় প্রতীকী প্রতিরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের তুফানগঞ্জ-২ নং ব্লক নেতৃত্বরা।

এ বিষয়ে তৃণমূলের ব্লক সাধারণ সম্পাদক সুরেশ বর্মন বলেন, সারদা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শুভেন্দু অধিকারী আজকের মহামিছিলের বিজেপি শাসিত পড়শী রাজ্য আসাম থেকে বিজেপি কর্মীদিয়ে মিছিল ভরাট করছে। পাশাপাশি তাকে গ্রেফতারের দাবিতে প্রতীকী অসম - বাংলা সীমানা জাতীয় সড়ক পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো তৃণমূল। সোমবার তৃণমূলের এই বিক্ষোভ মিছিলে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জোড়াইমোড় এলাকায় মোতায়েন থাকে বক্সিরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বেহাল রাস্তায় ধানের চারা রোপন করে বিক্ষোভ

উত্তর দিনাজপুর: বেহাল রাস্তায় ধানের চারা রোপন করে বিক্ষোভ। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর-এক নং ব্লকের মজলিশপুরের ঘটনা। দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবী পুরণ না হওয়াতে একাধিক গ্রামের কয়েক শতাধিক বাসিন্দাদের এই বিক্ষোভে কার্যত চাঞ্চল্য।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, ধরমপুর-দুই নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মজলিশপুর থেকে শান্তিনগর কলোনীর ৩১নং জাতীয় সড়ক পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার রাস্তার কোনো অস্তিত্ব নেই। বড়বড় গর্তে ক্রমশই ঘটছে দুর্ঘটনা।এদিকে বর্ষার শুরুতেই বৃষ্টির জল জমে সেইসব গর্তগুলো হয়ে উঠেছে কার্যত মরণ ফাঁদ। এদিকে মজলিশপুর, ধরমপুর, চুরাপুট্টি সহ একাধিক গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের গোয়ালপোখর ব্লক, গোয়ালপোখর থানা এমনকি ইসলামপুরে যাওয়ার এই একমাত্র রাস্তা। অথচ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের বা প্রশাসনের কোনো নজরই নেই। দীর্ঘদিন ধরে দরবার করেও শুধুই আশ্বাসই মিলেছে। ইতিপূর্বে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের তরফে আর্থিক বরাদ্দে কিছুটা অংশে বছর কয়েক আগে কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু মাত্র প্রায় দু'শ মিটারের পর কাজ থমকে যায়।

যে কারনে বছরের পর বছর এই রাস্তার বেহাল দশা কাটেনি। এদিকে রাস্তা এতটাই খারাপ যে ওই পথে রোগীদের নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সও যেতে চায় না। বিশেষ করে প্রসূতিদের হাসপাতালে পৌঁছাতে যথেষ্টই বেগ পেতে হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। অপরদিকে দিন কয়েক ধরেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি। বর্ষার প্রথমার্ধেই খানা খন্দে ও বড়বড় গর্তে জল জমে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। এতে বিশেষত রোগীদের নিয়ে যাতায়াতে তীব্র সমস্যায় পড়তে হবে। তাই দ্রুত এই রাস্তা সংস্কারের দাবী জানিয়ে ২২ জুন মজলিশপুর এলাকায় রাস্তার বড়বড় গর্তে জমা জলে ধানের চারা লাগিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। যদিও এলাকার সমস্যার কথা তাদের জানা এবং প্রশাসনের উচ্চস্তরে বিষয়টি জানিয়ে দ্রুত রাস্তাটি সংস্কার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান। এখন কতদিনে এই সমস্যার সমাধান হয় তাই দেখার।

চা বাগানগুলিতে পানীয় জলের সংকট

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মহকুমার চা বাগান ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে কেন্দ্রীয় সরকারের সজলধারা প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, প্রায় প্রতিটি চা বাগানেই শ্রমিকদের পানীয় জলের সংকট দীর্ঘদিনের। এর থেকে নিস্তার দিতে কেন্দ্রীয় সরকার চা বাগানে সজল ধারা প্রকল্প তৈরি করে। প্রতিটি প্রকল্প বাবদ প্রায় কোটি টাকা খরচ হয়। যারা সজলধারার জল ব্যবহার করবেন তাঁদের বিদ্যুতের বিল ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ টাকা দেওয়ার কথা। প্রথমে বছরখানেক ঠিকঠাক চললেও বিদ্যুতের বিল বকেয়া পড়তেই বিল পরিশোধ করতে উপভোক্তারা আর রাজি হননি। ফলে বিদ্যুত সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এরপর আর সংযোগ চালু হয়নি।

আপার বাগডোগরা গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন কমলপুর চা বাগানের হাওড়া লাইনের সজলধারা প্রকল্পটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রায়। এই বাগানের কর্মী তথা আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নেতা প্রোগ্রেসিভ টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরাই-ডুয়ার্স কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ঝাড়ি ওরাঁও বলেন, বাম সরকারের সময় ২০০৭ সালে এখানে সজলধারা প্রকল্প তৈরি হয়েছিল। কিছুদিন চলার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ২০১৮ সালে তরাই-ডুয়ার্স আদিবাসী টেরিটোরিয়াল ডেভলপমেন্ট টাস্ক ফোর্স ২০০ ফুট গভীর বোরিং করে সোলারের সাহায্যে জল তুলে আটটি কল থেকে জল দেওয়া হত। এইভাবে তিনবছর চলার পর সোলার খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাও বন্ধ হয়ে যায়। তাই শ্রমিকদের এখন একমাত্র ভরসা কুয়োর জল।

কলমপুর চা বাগানের ম্যানেজার দিবেন্দুশেখর রায় বলেন, এখানকার সজলধরা থেকে পাশের ডিফেন্স কলোনির বাসিন্দারা জল পেতেন। এখন সব বন্ধ। সজলধারার সামগ্রী চুরি হয়ে যাচ্ছে। পুলিশে অভিযোগ জানাতে গেলেও পুলিশ তা নেয়নি। এদিকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি তাপস সরকার বলেন, কমলপুর, ত্রিহানা, কিরণচন্দ্র, মানঝা, মোহরগাঁও গুলমা, প্রভৃতি চা বাগানে এই সজলধারা প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। আমি নিজে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও চা বাগানের ম্যানেজারদের নিয়ে কয়েকে দফা আলোচনা করেছিলাম কিন্তু সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়নি।

শিলিগুড়িতে কামাখ্যা মন্দিরের আদলে তৈরী হলো মায়ের মন্দির

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি সংলগ্ন নেপালি বস্তিতে কামাখ্যা মন্দিরের আদলে তৈরী হল মায়ের মন্দির। বিশ্ব শান্তি যজ্ঞের মধ্য দিয়ে ২২ জুলাই মন্দিরের উদ্বোধন করা হয়েছে। রাজগঞ্জ ব্লকের বিন্নাগুরি গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপালি বস্তি বৈকণ্ঠপুর জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে তৈরি হয়েছে দশমহাবিদ্যা মন্দির, এই মন্দিরে রয়েছে মায়ের ৫ রুপের উপরে আলাদা আলাদা মন্দির সাথে শিব মন্দির।

মন্দির পরিচালন কমিটির কথায় দেশের স্বাধীনতার আগে তৎকালীন কোচবিহারের কোচ রাজা ও রানি অপূর্ব সুন্দর এই পরিবেশে ছুটে আস্তেন বার বার। তৎকালীন কোচ রাজা ছুটি কাটাতে এসে ফাঁড়াবাড়ি এই স্থানে একটি বটগাছে পুজো দিতেন এবং গাছটির পাশে তৈরী হয় মায়ের একটি মন্দির। ওই বটগাছ ও রাজা - রানির পুজিত মন্দিরের এখন বয়স হয়েছে অনেকটা। তাকেই বিশ্বাস করে স্থানীয়দের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার ভক্তরা পুজো দিতে আসেন এই স্থানে। বর্তমানে মন্দির স্থলটি হয়ে উঠেছে একটি তীর্থস্থান। তাই কোচ রাজা-রানির ভ্রমন স্থলে আসামের কামাখ্যা মন্দিরের আদলে তৈরী করে স্থানীয় যুবকদের কর্মস্থানের পথ খুলবে বলেই মনে করছেন সকলে।

পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ফাঁড়াবাড়ি এলাকা শহর শিলিগুড়ি পার্শ্ববর্তী এলাকায় হওয়ায় খুব সহজে এই এলাকাটি ভক্তদের পাশাপাশি পর্যটকদের কাছেও খুব সহজে পর্যটন স্থল হয়ে উঠবে বললে মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ।এদিন যজ্ঞ ও পুজো অর্চনার মধ্যে দিয়ে মন্দিরের উদ্বোধন করে শিলিগুড়ি পুর নিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী।

সিতাই-এ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভা

কোচবিহার: একুশে জুলাইকে সামনে রেখে সিতাই কমিউনিটি হলে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো। ২৮ জুন বিকেলে এই প্রস্তুতি সভা আয়োজিত হয়। এদিন এই মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন সিতাই বিধানসভার বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, কোচবিহার জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সুস্মিতা দত্ত দেবশর্মা,সিতাই ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী সংগীতা রায় বসুনিয়া, সিতাই ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির মুক্তিপদ মণ্ডল ছাড়াও অন্যান্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও দলীয় কর্মীরা।

এদিন এই প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিতাই বিধায়ক বলেন আমরা বরাবরই আমাদের ব্লকে মহিলাদের সামনে সারিতে রেখেছি। আমাদের ৫টি পঞ্চায়েতের ৫টি তেই মহিলা প্রধান রয়েছেন। এছাড়াও তিনি বলেন আগামী ২০২৩ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিতাই বিধানসভায় ৮১ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪১ জন মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচনের লড়বেন।

কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে মালদায় সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে চাষ

মালদা: কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে এই প্রথম মালদায় ধান চাষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় ১২ একর জমিতে জৈব পদ্ধতিতে ধান চাষ করে জৈব গ্রাম প্রদর্শনীর উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি দপ্তর। কৃষকদের ধানের বীজ শোধন এবং জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে জেলা কৃষি দপ্তরের কর্তারা। এমনকি ধানের জমি পরিচর্চার সমস্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে।

হবিবপুর ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ১২ একর অর্থাৎ ৯০ বিঘা জমিতে এই চাষ হবে। প্রায় ৪০ জন কৃষককে নেওয়া হয়েছে জৈব পদ্ধতিতে আমন ধান চাষ করার জন্য। তাঁরা নিজেরাই চাষ করবেন। তবে সমস্ত রকম সাহায্য করা হবে কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে। মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকেই পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে এই জৈব গ্রাম প্রর্দশনী করা হয়েছে। কৃষকদের নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে দলের হেড করা হয়েছে। তিনি পরিচালনা করবেন গোটা দল। কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে নিয়মিত তাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হবে এই চাষ সম্পর্কে।

জৈব গ্রাম প্রদর্শনী ক্ষেত্রে গোবিন্দভোগ ধান চাষ শুরু করেছেন কৃষকেরা। রাসায়নিক সার ব্যবহার করে চাষাবাদ করায় অনেকক্ষেত্রেই জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি উৎপাদিত ফসলের গুণগতমান অনেক কম। সাধারণ কৃষকদের মধ্যে জৈব পদ্ধতিতে ধান চাষ প্রচলন করতে কৃষি দপ্তর এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই মরশুমে জৈব গ্রাম প্রদর্শনী ক্ষেত্র সফল হলে আগামীতে আরও বেশি করে করার পরিকল্পনা রয়েছে জেলা কৃষি দপ্তরের।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন গিতালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: প্রসঙ্গত টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে প্লাবিত গীতালদহ ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রাম। উজানে বৃষ্টির কারণে জলস্তর মারাত্মক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ধরলা নদীর জল। তারই ফলস্বরূপ প্লাবিত হয়েছে গীতালদহ ১ ও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রাম।

গীতালদহ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনামুক্তা, ভোড়াম ও গীতালদহ ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দরীবস, জারিধরলা গ্রামের অবস্থা সবথেকে বেশি ভয়াবহ। ইতিমধ্যেই গ্রাম গুলির বেশিরভাগ বাড়ি জলের নিচে চলে যাওয়ায় মানুষসহ গবাদিপশু নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছে গ্রামবাসীরা। নিজেদেরকে বাঁচানোর আশায় ও গবাদি পশুকে বাঁচানোর জন্য তারা আশ্রয় নিতে শুরু করেছে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও অঙ্গণওয়ারী সেন্টার গুলিতে।

গিতালদহের উভয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা জানান ধরলা নদীর জলের কারণে ইতিমধ্যেই এ মাসে তিনবার প্লাবিত হয়েছে এই সব এলাকা এবং তারাও এই জানান এবছর অবস্থা সবথেকে বেশি ভয়াবহ। বানভাসি মানুষদের পক্ষ থেকে একজন জানান গতকাল রাত থেকে তারা অভুক্ত অবস্থায় রয়েছেন। এমত অবস্থায় তারা প্রশাসনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সব মিলিয়ে গীতালদহ ধরলা নদীর জলস্তর বৃদ্ধির কারণে বন্যা পরিস্থিতি যে ভয়াবহ আকার নিয়েছে এবং সেই সাথে নদী তীরবর্তী মানুষদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অভাবের তাড়নায় পদত্যাগের ইচ্ছা শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যের

আলিপুরদুয়ার: অভাবের তারনায় পঞ্চায়েতের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করে ভীন রাজ্যে কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ, সোশ্যাল মিডিয়ায় বার্তা শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যর। এর আগেও শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যের অফুরন্ত কামাই এবং দুর্নীতির বহু খবর এসেছে। কিন্তু এটি যেন এক সম্পূর্ণ উল্টো ছবি।

জন প্রতিনিধিদের এক দল ছেড়ে আরেক গিয়ে দলে গিয়েও পদ আঁকড়ে থাকার অভ্যাস তো পুরোনোই। কিন্তু শামুকতলার অমিতের কথা আলাদা। তিনি দল নয়, নিজের ভিটেই ছাড়ছেন। সেইসঙ্গে নিজের পদটিও আর জোর করে ধরে রাখতে চাইছেন না। এমএ পাশ পঞ্চায়েত সদস্য অমিত ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে চলে যাবেন। খুব যে খুশি মনে এই সিদ্ধান্ত, তা নয়। সংসার চালাতে, উপার্জন করতে এই পথ বেছে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভে এসে জানালেন তিনি।

ইতিমধ্যেই ব্লক প্রশাসনের কাছে তার ইস্তফা পত্র জমা করেছেন। তবে পদত্যাগ পত্রের নিয়মগত কিছু ত্রুটি থাকার জন্য তা এখনও গ্রহণ করেনি ব্লক প্রশাসন।

সেই ঘটনাও তিনি তার ভিডিও বার্তায় তুলে ধরেছেন। নিজের পঞ্চায়েত এলাকার সমস্ত বাসিন্দার কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়েছেন অমিত। ইতিমধ্যেই অমিতের এই ভিডিও বার্তায় শোরগোল পড়ে গেছে গোটা এলাকায়। অথচ আশেপাশে চোখ বোলালে আমাদের চোখে অন্যরকম ছবি ধরা পড়ে। পঞ্চায়েত সদস্য হবার পর অল্পদিনের মধ্যেই কাঁচা বাড়ি থেকে পাকা বাড়ি হয়েছে, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গিয়েছে এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি। তবে এহেন শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য রুজি রোজগারের টানে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন। এই ছবি যেন বারবার বুঝিয়ে দিচ্ছে রাজ্যের কর্ম সংস্থানের বর্তমানের অবস্থা।

পুরস্কার

৩০ জুন কোচবিহারে উৎসব অডিটোরিয়ামে হুল দিবস উদযাপন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, পুলিশ সুপার সুমিত কুমার, কোচবিহার জেলাপরিষদ এর সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন, বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। এদিনের অনুষ্ঠানে ৪৬ জন কৃতি ছাত্রছাত্রীকে আম্বেদকর মেধা পুরস্কার দেওয়া হয়। ছবি- দেবাশীষ চক্রবর্তী

সম্পাদকীয়

অগ্নিবীর প্রকল্প

কেন্দ্রীয় সরকারের আনা অগ্নিপথ নিয়ে শুরু থেকেই গোলমাল চলছে দেশ জুড়ে। সরকার এই প্রকল্প নিয়ে অনেক আশাবাদী থাকলেও, এই প্রকল্পের জন্য সরকারকে অনেক জনরোষে পড়তে হয়েছে। তবে, হঠাৎ করে সামরিক বাহিনীতে চাকরির সরকারের আনা এই প্রকল্প নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধল কেন? কেনই বা দেশের হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন? এটি একটি খুব দুঃচিন্তার বিষয়। এই বিরোধের ফলে সরকার বাধ্য হয়ে প্রকল্পের রূপরেখায় বেশ কয়েকটি পরিবর্তনও এনেছে।

ভারতবর্ষে সামরিক বাহিনীর সদস্য হওয়াটা তরুন ছেলে-মেয়েদের জন্য খুব গর্বের। সাধারণ অবস্থায় আমাদের দেশে দক্ষিণ কোরিয়া বা ইসরায়েলের মতো সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়া এখনো পর্যন্ত বাধ্যতামূলক নয়। সম্পূর্ণ ভাবেই 'স্বেচ্ছামূলক'।

সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে গেলে নিয়োগে জোর দিতেই হবে। অথচ আর্থিক দিক থেকে চিন্তা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, তার ফলেই এই বিশেষ পথ তৈরি করতে হয়েছে সরকারকে। তাই এই চার বছরের 'চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ'। সরকারের মতে, অগ্নিপথ প্রকল্পের আসল উদ্দেশ্য ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শক্তি বাড়ানো। এবিষয়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চার বছর পূর্ণ হওয়ার পর ২৫ শতাংশ অগ্নিবীরদের তিন বাহিনীতে শূন্যপদ এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তি করানো হবে এবং বাকি অগ্নিবীরদের উপযুক্ত আর্থিক প্যাকেজ দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হবে মূল জনস্রোতে।

অনেকে এই চিন্তায় রাস্তায় নেমেছেন যে বাকি ৭৫% অগ্নিবীরদের কি ভবিষ্যৎ হবে? সরকার যদিও বলেছে তাদের জন্য বিভিন্ন সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দেওয়া হবে। তবে জনমত এটাই যে, সরকার এই প্রকল্পের ভালো দিকগুলি তুলে ধরতে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। এই জনরোষ তারই ফল।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

বর্ষা যাপন

- রুদ্র সান্যাল

কোন এক অভিমানী নক্ষত্রহীন রাতে,
ভিজে যাওয়া অমাবস্যা চুপি চুপি নামে।
নীলাভ শার্সির এক কোণে,
নিশ্চুপে চলে বর্ষার আঁকিবুকি খেলা।

গাঢ় কালো অবেলায়,
বোবা চাহনিতে মুছে যাওয়া স্বপ্নের স্মৃতি-
কখনও সখনও ফিরে ফিরে আসে।
শুধুই সাক্ষী থাকে বর্ষার জলছবি।

আটপৌরে বৃষ্টির গন্ধে,
মাতোয়ারা সাদা ক্যানভাসে-
ভেসে ওঠে কেবলই শূন্যতা।
এ শুধুই নীরব বর্ষা যাপন।

প্রবন্ধ

কেন পড়বো বর্ণপরিচয়

....অরুণজিৎ দত্ত

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বর্ণপরিচয় বাংলা বর্ণ, অক্ষর ও বানান বিধি শিক্ষার প্রাথমিক এক পুস্তিকা। শুধু এইটুকু বললে কিন্তু বর্ণপরিচয়ের পরিচয় অসম্পূর্ণই থেকে যায়। শিশুর চরিত্র গঠনে এটি একটি অত্যাবশ্যক পাঠ। যেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে শিশু সহজ সরল সত্যের সাথে জীবন যাপনের মূল্য ও বোধকে আনন্দের সাথে হৃদয়ঙ্গম করে। তবে কি শুধুই শিশু শিখবে? শিশু তো দেখে শিখতে বেশী পছন্দ করে। তাই শিশুর বর্ণপরিচয় পাঠের সাথে সাথে অভিভাবককেও বর্ণপরিচয়ের চর্চা চালিয়ে যেতে হবে জীবনভোর। বর্ণপরিচয়ের সার্থকতা এখানেই। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে একটা আদর্শকে পরম্পরায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুশীলনী। একদিকে জন্মের পর শিশু যেমন মাতৃভাষা বাংলাতে বলতে থাকা তার মুখের শব্দ গুলোকে "বর্ণপরিচয়"-এ প্রথম বর্ণের আকারে চিনতে শেখে, তেমনই এই "বর্ণপরিচয়"-এর পাঠ শিশুদের মনের মধ্যে ছবির মতো ফুটিয়ে তোলে সত্য-মিথ্যে, ভালো-মন্দের একটা স্পষ্ট ধারণা। যেখান থেকে সূচনা হয় শিশু চরিত্রের গঠন ।।

শিশু-শিক্ষার্থে শিশুর কি কি গুণ আহরণ করা আর কি কি বদভ্যেস পরিত্যাগ করা উচিত তা নিয়েই "বর্ণপরিচয়"- এ ছোটো ছোটো নীতি গল্পের পাঠ পড়িয়েছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। সেই সব পাঠে গোপাল, নবীন, গিরিশ, রাম, যাদব,মাধব, সুরেন্দ্র, রাখাল এদের গল্প বলে ভালো ছেলের সাথে খারাপ ছেলের গুনগত, চরিত্রগত, চিন্তা-চেতনাগত, স্বভাবগত ও আচরণগত পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট করেছেন; তেমনই খারাপ থেকে ভালো হওয়ার উত্তরণের পথও বাতলে দিয়েছেন – যেন এক আলোয় ফেরানোর দিশারী। আবার যারা ব্যক্তিজীবনে সেই উত্তরণের পথকে গ্রহণ করতে পারে নি তাদেরও ভবিষ্যতের করুণ পরিণতি ফুটিয়ে তুলেছেন সেই সব গল্প কথায়। আজকের শিশু কালকের অভিভাবক। তাই শিশুবেলা থেকে বর্ণপরিচয়ের শিক্ষাকে আত্মস্থ করার পাশাপাশি অভিভাবক হয়েও সেই শিক্ষার চর্চা চালিয়ে যেতে হবে নিরন্তর। ভুবন আর তার মাসির গল্প দিয়ে বাস্তবে অভিভাবকদের চরিত্র শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে কেমন হওয়া উচিত তা শিখিয়ে গেছেন ।।

"বর্ণপরিচয়" শিক্ষা দেয় মান আর হুঁশ নিয়ে বাঁচার, জীবনের আসল বোধের। যে বোধের প্রকাশে ঘটে মানুষের প্রকৃত আত্মবিকাশ।

অল্প পরিসরে বৃহৎ এই আলোচনাকে সংক্ষেপে বলতে গেলে পরিশেষে এ কথা বলতেই হবে যে বর্ণপরিচয়ের পাঠ নিজে পড়ুন, বাচ্চাদের শোনান, পড়ান, বাড়ির বড়দের সামনে পূজার মন্ত্রের মতো ঘরে নিয়মিত পাঠ করতে থাকুন যাতে রোজ রোজ তা সকলের কানে পৌঁছায়। বারবার শুনতে শুনতে যেভাবে কোনো লঘু কথাও জনপ্রিয় হয়, মুখে মুখে ঘোরে ফেরে, সেরকমই ভালো কথা গুলো বার বার কানে শুনতে শুনতে একদিন হৃদয়ে গিয়ে বাজবেই মান আর হুঁশ থাকা মানুষের।

সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ যেদিন এই "বর্ণপরিচয়" এর পাঠকে আত্মস্থ করে আবার সহজ সরল সত্য জীবনে একে অপরের হয়ে বাঁচতে শুরু করবেন সেদিন আর সংখ্যালঘু মুষ্টিমেয় কিছু খারাপ মানুষের কুকর্ম রক্তবীজের মতো সমাজের সর্বত্র মানুষের মজ্জায়-চিন্তায়- চেতনায় ছড়িয়ে পড়তে পারবে না। কি হবে? কম খাবো,কম পড়বো; কিন্তু মনের শান্তিতে আনন্দে আর নিজের প্রতি নিজের সম্মান বোধ নিয়ে তো মাথা উঁচু করে বুক চিতিয়ে বাঁচবো। এটাইতো আসলে মানুষের অন্তর প্রকৃতি, অথচ তার বিকৃতি ঘটিয়ে আজ আমরা চাইছি কৃত্রিম ভাবে যেন তেন প্রকারে ভালো থাকতে। তাইতো আমরা বেঁচেও যেন বাঁচছি না। নিয়ত ধুঁকছি – আর শুধু নিজে বা নিজেরা ভালো থাকতে চেয়ে নিরন্তর আরো খারাপ থাকছি। তাই "বর্ণপরিচয়" এর হাত ধরে শিশুর শিক্ষার আদর্শ পথ চলা শুরু হোক।।

গল্প

গঙ্গার মা

....রাজকুমার সেন

গঙ্গার মা, কাল একটু তাড়াতাড়ি আসবে তো, কত করে বলে দিলাম দাদাবাবুর আজ অফিসের মিটিং আছে, সন্তুর ইন্টারভিউ, মিন্টুর স্কুলে টেস্ট শুরু হবে।কথাটা বলছিলেন দে বাড়ির কত্রী মনিকা দেবি। তোমাকে এতো করে বললাম তুমি শুনলেনা। অথচ কোনো কিছুর তো বাদ নেই, বৌদি কাল আসবো না আমার ননদ আসবে, পরশু আমার পেট ব্যাথা করছিলো হাসপাতালে গিয়েছিলাম, তরশু গঙ্গার স্কুল থেকে ডেকে ছিলো, এবার কামাই করলেই মাইনে থেকে কেটে নেবো।

গঙ্গার মা চুপ করে কাজে লেগে গেলো। মধ্যিখানে বাড়ির কর্তা রাজীব বাবু বলে উঠলেন ওর কথাটাও তো একটু শোনো,কি জন্য দেরি হলো - কথা টা শেষ হতে না দিয়ে মনিকা চেঁচিয়ে উঠলো, তুমি একদম চুপ করে থাকবে। তোমার প্রশয়ে আজ ওর এই অবস্থা। অর্ধেক বাসন তো আমার মাজা হয়ে গেছে। নাও চা টা খেয়ে আমাকে উদ্ধার কোরো ঘর গুলো ঝাঁট দিয়ে মুছে ফেল, দাদাবাবু পূজায় বসবে।

মনিকা কে একটু নরম দেখে গঙ্গার মা বললো - বৌদি একটা কথা বলবো? মনিকা বললো বলো। আচ্ছা সন্তু কে চাকরি করতে কি বাইরে যেতে হবে? এতো পড়াশোনা করে বাড়িতে থাকতে পারবে না? মনিকা বললো দেখছো তো চাকরির যা বাজার! গঙ্গার মা বললো তুমি রাগ করবে না তো? মনিকা ধমকে উঠলো আবার বক বক শুরু করলে তো? তাড়াতাড়ি হাত চালাও। গঙ্গার মা বললো তুমি বললে না কেন দেরি করলাম! সকাল বেলায় চান করে মন্দিরে গিয়েছিলাম। আজ গঙ্গার সিক্সের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সন্তুর ইন্টার ভিউ আছে আর মিন্টুর যাতে ভালো পরীক্ষা হয় এক সাথে সবার জন্য পুজো দিলাম। মনিকা দেবি বললেন সেটা আগে বললেই হতো।শুধু শুধু বকুনি খেলে তো। গঙ্গার মা বলল বৌদি এই নাও ফুল টা ওদের মাথায় ঠেকিয়ে দিও।

দিন চলে যায় নিজের ছন্দে। সন্তু এখন উইপ্রো কোম্পানিতে টেম্পোরারি চাকরি করছে। কিছুদিন পরে পারমানেন্ট হয়ে যাবে। মিন্টু ম্যাথে অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে।

সকাল বেলায় চায়ের আসরে হঠাৎ মিন্টু বলে উঠলো বাড়িতে যারা কাজ করে তারা অনেকটা কাকের মতো না? এক বাড়ির খবর অন্য বাড়িতে পৌঁছে দেয়, বেশ মজার না! কাল রবীন্দ্র ভবনে মনোজ মিত্রের কাক চরিত্র বলে একটা নাটক দেখলাম। আমার তো গঙ্গার মা পিসির কথা মনে পরে গেলো, মা তুমি ঘরে বসে সব খবর পেয়ে যাও।

ছোটো বেলা থেকে মনিকা দেবি এভাবে ওদের ডাকতে শিখিয়েছে বা ওরাও এভাবে নিজেরাই সম্বোধন করতে শিখেছে যে খবরের কাগজ দেয় তাকে পেপার কাকু ইত্যাদি।

মনিকা দেবি একটু ধমক দিয়ে বললেন ও শুনলে কি ভাববে বলতো? তোদের কত ছোটো থেকে দেখছে।

কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে গঙ্গার মা কত খবর যে দিতে থাকে! সেদিন রবিবার ছিলো, সেদিন ও তার ব্যাতিক্রম ছিলোনা। জানো বৌদি –ঐ বেনে বাড়ির মেয়েটা কি বজ্জাত? দেখতে শুনতে সুন্দরী কিন্তু তোর পেটে পেটে এতো! মনিকা বললো কি হয়েছে বলবে তো? আমাদের সন্তুর মতো একটা ছেলের সাথে তার ভালোবাসা আছে গো! ছেলে টা কত করে বলছে একটা চাকরি পাই তারপরে তোমাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসবো। সে মাগীর তর সয়না ।মনিকা ধমকে উঠলো আ কি হচ্ছে কি? সবাই বাড়িতে আছে গঙ্গার মা গলা টা নামিয়ে বললো ছেলেটা যখন তোকে ভালোবাসে তোর অসুবিধার কি আছে তার মানে তুই ওকে বিশ্বাস করিস না! ইতিমধ্যে মিন্টু কখন এসে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিলো কেউ খেয়াল করিনি। মিন্টু বলে উঠলো ঐ ছেলেটা আর মেয়েটা যখন কথা বলছিলো তুমি ওখানে উপস্থিত ছিলে? গঙ্গার মা বলে উঠলো সব কথা শুনতে হয়না বুঝে নিতে হয়! বলেই মিন্টু কে ধমকে উঠলো দ্যাখো বৌদি তোমার ছেলে আমাদের বড়দের কথা শুনছে। আমার মেয়ে ছোটো হতে পারে আমি কিন্তু তোর মায়ের বয়েসি, পাছে ছেলের সামনে বেঁফাস কিছু বলে ফেলে মনিকা একটু ধমক দিয়ে গঙ্গার মাকে বলল আবার ওর সাথে এসব কথা কেন বলছো?

বিকেল বেলায় গঙ্গার মা শুধু দুপুরের বাসন গুলো মেজে দিয়ে চলে যায়, দুপুরে মনিকা দেবি একটু বিশ্রাম নেয় ছেলেরা বাড়িতে থাকলে ওঁরাও একটু শুয়ে নেয় মনিকা পেছনের দরজাটা ভেজিয়ে রাখে গঙ্গার মা কাউকে বিরক্ত করেনা চুপ চাপ কাজ করে চলে যায়।

সন্ধ্যা বেলায় মনিকা লক্ষ্য করলো আজ বাসন তেমনই পড়ে আছে গঙ্গার মা কেন জানিনা আসেনি! পরের দিন সকালে এসেই গঙ্গার মা বলে উঠলো বৌদি কাল আসতে পারেনি ওদের জন্য একটু পিঠে করলাম তুমি তো এবার কিছু করলেনা মিন্টু তো খুব ভালোবাসে দেখেছি! মনিকা বললো আমাদের চাল গুড়োটা কিনে আনা হয়নি। তাছাড়া আমার শরীর টাও ভালো নেই।

বাসন মাজতে মাজতে গঙ্গার মা রোজ অন্য বাড়ির কাহিনী বলে আজ নিজের মেয়েকে নিয়ে বলতে শুরু করলো, বৌদি জানো গঙ্গাটা কখন যে বড় হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি, ওর বাবা এতো কষ্ট করে রিকশা চালিয়ে জনমজুর খাটে। তোর ভালো থাকার জন্যই তো তুই যদি পড়াশোনা না করে ছেলে দের সাথে হাসি মসকারা করিস তোর বাবার আর খাটতে ইচ্ছে করবে?ও একটু ও বুঝছেনা গো আমাদের কলোনিটা ভালো নয় গো। সারা দিন আমরা বাইরে থাকি ও ইস্কুলে যায় কি করে? মা বলেই হয়তো এতো চিন্তা হয় খারাপটাই মনে আসে বেশি ।

মনিকা সান্তনার স্বরে বললো তুমি এতো দুশ্চিন্তা করোনা ও এখন ছোটো তো আর একটু বড়ো হলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর আরো অনেক গুলো দিন কেটে গেছে সন্তু ঐ কোম্পানিতে পার্মানেন্ট হয়ে গেছে। মিন্টু মাস্টার ডিগ্রী করবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে। গঙ্গা ক্লাস টেনে পড়ছে সামনে টেস্টপরীক্ষা। একদিন ভোর বেলায় গঙ্গার মা এসে হাজির কাঁদতে কাঁদতে বললো বৌদি আমার সব শেষ, আমি নিঃস্ব হয়ে গেলাম। গঙ্গা কারোর সাথে চলে গেছে! ওর বাবাকে আর বাঁচাতে পারবোনা অনেক কষ্টে মদ টা ছাড়িয়ে ছিলাম আমি এখন কি করবো বুঝতে পারছিনা। মনিকা বললো বসো চা খাও ভগবানের উপর ভরসা রাখো হতেও পারে ছেলেটা ভালো ।

গঙ্গার মা এখন কেমন যেন চুপকরে থাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করলে তার জবাব অনেক পরে দেয়, মুখ বুঁজে কাজ করে চলে যায়। কথায় আছে দিন কারোর সমান যায়না। একদিন হঠাৎ করে সন্তুর অফিসে ফোন এলো! রাজীব বাবু অফিসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন। অফিসের কলিগ রাই দেরি না করে সংগে সংগে নার্সিং হোমে ভর্তি করে। মাথায় অপারেশনের করতে হতে পারে।অনেক টাকার দরকার সন্তু ছোটো ভাই মিন্টু কে ফোন করে সব জানালো।

সেই দিনই মাকে সঙ্গে নিয়ে বাবাকে দেখতে গেলো মিন্টু । তার আগে কোলকাতার আত্মীয় স্বজনরা ও এসে গিয়েছিলো। ওরা কোলকাতায় থেকেই বাবার ট্রিটমেন্ট করাবে সিদ্ধান্ত নিলো। এদিকে পাড়ার লোকেরাও শুনে ছিলো অপারেশনের কথাটা অনেক টাকার প্রয়োজন।

জমে মানুষে টানাটানির পর দু হপ্তা বাদ বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। অপারেশন করার আর দরকার পড়েনি কারন মাথায় যে অংশে রক্ত জমে গিয়েছিলো সেটা ওষুধেই ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার বলেছে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু ওষুধ গুলো নিয়মিত খেতে হবে।

সেই দিন সন্ধ্যায় গঙ্গার মা এসে হাজির বললো বৌদি দাদা কেমন আছে গো?

মনিকা বললো হ্যাঁ আগের থেকে অনেক ভালো, বসো চা খাবে?গঙ্গার মা বললো নাগো একটা দরকারে এসেছিলাম বকবে নাতো? মনিকা বললো না না তুমি বলো। গঙ্গার মা একটা ছোটো প্যাকেট দিয়ে বললো এই গুলো তুমি রাখো, মনিকা বললো কি এ গুলো? আমার কানের গলার, হাতের - সব মিলিয়ে অল্প কিছু টাকা হবে, তোমার এখন অনেক টাকার দরকার দাদাকে সুস্থ করে তুলতে হবে তো? মনিকা বললো এবার তোমাকে আমি?? বলে গঙ্গার মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, তোমার দাদা বাবু খুব ভালো আছে অপারেশন করতে হবেনা কিছু দিনের

মধ্যেই সেরে উঠবে, তুমি এগুলো তোমার

মেয়ের জন্য – এবার গঙ্গার মা কথাটা শেষ হতে না দিয়েই বললো বৌদি

একটা ভালো খবর আছে, জানো গঙ্গা জামাই কে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে ।

আমি জানতাম না গো ও তোমাদের মতো ভালো ঘরের ছেলে। সন্তুর মতো অফিসে কাজ করে, তবে একটাই শর্ত আমাকে আর লোকের বাড়িতে কাজ করতে দেবে না বলেছে, তবে তোমাদের বাড়িতে আসবো কিন্তু?

না বলতে পারবেনা বলে দিচ্ছি। মনিকা ভেজা চোখে এতো মনো কষ্টের মধ্যেও

একটু হাঁসলো। সে হাঁসি শুধু বাড়িতে

বাসন মাজা কাজের লোক বলে নয়

একজন সত্যি কারের খাঁটি মানুষের সরলতায়, বিশ্বাসের,ভরসায়।

সামনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, গুরুত্ব বাড়ল তৃণমূল সুপ্রিমোর

নতুন দিল্লি: দেশের সব থেকে বড়ো রাজনৈতিক জল্পনা হল ভারতের ১৬ তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ইতি মধ্যেই রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়েছে বিজেপির পাশাপাশি বিরোধী জোট। জুলাই মাসে নির্বাচন প্রক্রিয়াটি হতে চলেছে। পরিসংখ্যান বলছে বড় অঘটন না ঘটলে বিজু জনতা দল, ওয়াইএসআর কংগ্রেস-সহ আরও কয়েকটি দলের সমর্থন বিজেপি প্রার্থী পেতে চলেছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুর জয় একপ্রকার সুনিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। সেখানে কিছুটা পিছিয়ে থাকবেন বিরোধী জোটের প্রার্থী যশবন্ত সিনহা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বিরোধী দলগুলি তাঁকেই রাষ্ট্রপতি পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচন করেছেন। তবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যশবন্তের হার হলেও জাতীয় রাজনীতিতে মমতার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে আরও অনেকটা বেড়ে গেল। এর আগে মমতার উদ্যোগে দিল্লিতে বিরোধী জোটের বৈঠক হয়। তাতে ঠিক হয়েছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সর্বসম্মতভাবে প্রার্থী দেবে বিরোধীরা। সেদিন বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে হওয়া বৈঠকে তৃণমূল-সহ সতেরোটি দলের শীর্ষ নেতানেত্রী সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন।

সকলেই চেয়েছেন বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে সর্বসম্মতভাবে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হোন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার। কিন্তু সেই প্রস্তাবে রাজি হননি তিনি। আরও কয়েক বছর সক্রিয় রাজনীতি করতে চান তিনি, এমনটাই জানিয়েছিলেন পাওয়ার। শরদ পাওয়ার রাজি না হলে বিকল্প প্রার্থী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা মহাত্মা গান্ধীজির দৌহিত্র গোপালকৃষ্ণ গান্ধী অথবা জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লার নাম প্রস্তাব করেছিলেন মমতা।

এর পাশাপাশি বিরোধী শিবিরের প্রার্থী হিসেবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়ার নামও জল্পনায় উঠে আসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফারুক আবদুল্লা ও গোপালকৃষ্ণ গান্ধী প্রার্থী হতে রাজি না হওয়ায় যশবন্ত সিনহার নামে সিলমোহর দেয় বিরোধী জোট। তবে যেভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে মমতা সমস্ত বিরোধী দলকে একমঞ্চে এনেছিলেন তা সবার নজর কাড়ে। বিরোধীদের সেই বৈঠকের দিকে বিশেষ নজর ছিল বিজেপিরও। মমতার ডাকে সাড়া দিয়ে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শরদ পাওয়ার, অখিলেশ যাদব, মেহবুবা মুফতি, মল্লিকার্জুন খাড়্গে-সহ বিরোধী দলগুলির শীর্ষ নেতৃত্ব।

বৈঠকে বামেদের প্রতিনিধিরাও হাজির ছিলেন। তবে আম আদমি পার্টির তরফ থেকে বৈঠকে কেউ হাজির না থাকায় অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। কারণ আপ প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক অত্যন্ত মসৃণ। সেই বৈঠকে আপের তরফ থেকে কোনও উল্লেখ্যযোগ্য নেতা উপস্থিত থাকবেন বলে শোনা গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে সামনে এসেছিল মণীশ সিসোদিয়ার নাম। এছাড়া সেই বৈঠকে প্রত্যাশিতভাবেই অংশ নেয়নি ওয়াইএসআর কংগ্রেস, বিজেডি ও অকালি দল।

তবে বেশ কিছুদিন ধরে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও টিআরএস কোনও প্রতিনিধি পাঠায়নি সেই বৈঠকে। আর সেই বৈঠকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে দিল্লিতে বিরোধী রাজনীতির মধ্যমণি সেই মমতাই। বৈঠক শেষে সেদিন তৃণমূল নেত্রীকে বেশ হাসিখুশি মেজাজে বলতে শোনা গিয়েছিল, "এই বৈঠকের সবচেয়ে বড় বিষয় হল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলি এখানে এসেছে। গুটিকয়েক দল আসেনি। তাদের নিশ্চয়ই কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল। সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি সর্বসম্মতভাবে একজনকে প্রার্থী করা হবে। আমরা আবারও আলোচনায় বসব।"

সেই সূত্রেই শরদ পাওয়ারের ডাকা দ্বিতীয় দফার বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত প্রার্থী যশবন্ত সিনহার নাম চূড়ান্ত করা হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে। অর্থাৎ এটা পরিষ্কার হয়ে গেল বর্তমানে বিরোধী জোটকে কন্ট্রোল করছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধী জোটের প্রধান মুখ হিসেবে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে মমতার নাম যে অনেকেই প্রস্তাব করবেন সেই বাতাবরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা বলা যেতেই পারে জ্যোতি বসু, প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পর দ্বিতীয় বাঙালি হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি রাজনীতিকে কন্ট্রোল করছেন। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় রাজনীতির সমীকরণ আগামী দিনে কোন দিকে বাঁক নেয় এখন সেটাই দেখার।

বাতিল হতে পারে উত্তরবঙ্গের বহু কলেজের ১২-বি অনুমোদন

কোচবিহার: বিভিন্ন সময়ে উত্তরবঙ্গের কলেজগুলিকে ইউজিসি উন্নয়নমূলক খাতে টাকা দিলেও বেশিরভাগ কলেজ সেই টাকার হিসেব দিতে না পারায় বাতিল হতে পারে তাদের '১২-বি'-এর অনুমোদন। উত্তরবঙ্গের অনেক কলেজকেই চিঠি মারফত এই কথা জানিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তথা ইউজিসি। কলেজের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে টাকা দিয়েছে ইউজিসি। নিয়ম অনুসারে সেই টাকা পাওয়ার পর তিনটি শিক্ষাবর্ষের মধ্যেই যাবতীয় হিসাব কমিশনে পাঠাতে হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়ার পরেও অনেক কলেজই সেই হিসাব পাঠায়নি। কমিশনের এক আধিকারিক জানান, উত্তরবঙ্গের তিরিশটিরও বেশি কলেজকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও এই কলেজগুলিকে চিঠি দিয়ে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু কোন কাজ হয়নি। তাই এবার সঠিক সময় নথিপত্র না পেলে অনুমোদন বাতিল করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ইউজিসি-র আর্থিক বরাদ্দ পেতে গেলে ইউজিসি আইন ১৯৫৬-র বি ধারা অনুসারে অনুমোদন বাধ্যতামূলক। ন্যাকের দ্বারা স্বীকৃত হলে এবং ১২বি–এর অনুমোদন থাকলে কলেজ গুলি ইউজিসি-র মোটা অঙ্কের অনুদান পায়। উত্তরবঙ্গের বহু কলেজই নানা কাজের জন্য কয়েক কোটি টাকা করে অনুদান পেয়েছে। ১২বি-এর অনুমোদন বাতিল হয়ে গেলে কেন্দ্র সরকারের কোন অনুদানই কার্যত কলেজগুলি আর পাবেনা। বলাবাহুল্য, গবেষণা, ল্যাবের পরিকাঠামো উন্নয়ন, খেলাধুলা, হোস্টেল তৈরি সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের নানা কাজে ইউজিসি-র অনুদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে অনুমোদন বাতিলের চিঠি পাওয়ায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে বিভিন্ন কলেজে। এমনকি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক মহলেও জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

ইউজিসি-র চিঠি এসেছে কোচবিহার কলেজেও। কলেজের অধ্যক্ষ পঙ্কজ দেবনাথ বলেন, আমরা একাধিকবার হিসাব জমা দেওয়ার পরেও কেন হিসাব চাওয়া হচ্ছে বুঝতে পারছিনা। তবে ফের যাবতীয় হিসাব পাঠিয়ে দিয়েছি। এদিকে ইউজিসি-র ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে ইউজিসি কলেজ গুলোকে অর্থ সাহায্য করছেনা। তারওপর যে ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছে তাতে হুমকির সুর স্পষ্ট। তিনি আরও বলেন ইউজিসি পরিকল্পনা মাফিক কিছু কলেজের ১২-বি-এর অনুমোদন বাতিল করে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রাইভেট টিউশন পড়ানো বন্ধ হচ্ছে সরকারি শিক্ষকদের

কলকাতা: সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন পরানো বন্ধ হতে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর প্রাইভেট টিউশন নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলছে শিক্ষা দফতর। বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কোনও প্রকার প্রাইভেট টিউশন করতে পারবেন না। সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে বামফ্রন্ট সরকার ও শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করার পক্ষে ছিল। সেই সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগে স্কুল ও কলেজ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করা হয়েছিল। কিছুদিন পর আবারও আগের অবস্থায়ই ফিরে আসে। অনেক অভিভাবকের অভিযোগ, স্কুল-কলেজ শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের থেকে নিজের বাড়িতে বা অন্য কোনও কোচিংয়ে বেশি ভালো করে পড়ান। বেতন ছাড়াও অতিরিক্ত বিশাল অঙ্কের টাকা রোজগার করেন তাঁরা এই পথে। অভিভাবকদের আরও অভিযোগ, বিশেষ কোনও শিক্ষকের কাছে না-পড়লে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া যায় না। এমনকী কেউ কেউ ফেল করানোর ভয় দেখিয়ে কোচিংয়ে যেতে বাধ্য করেন। এইসব অভিযোগের নিরিখেই এবার বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর এই নোটিস জারি করেছে।

পিএসি চেয়ারম্যান হতে চলেছেন কৃষ্ণ কল্যাণী

কলকাতা: দল বদল হলেও এখনো সংশয় রয়ে গেছে কোন দলে আছেন তিনি। খাতায় কলমে তিনি বিরোধী দলের বিধায়ক। সেই পরিচয়েই মুকুল রায়কে বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। কিন্তু বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া মুকুলের বিধায়ক-পদ খারিজের আবেদন জানিয়ে সোচ্চার হয় গেরুয়া দল। এমন একজন বিধায়ককে কেন পিএসি-র চেয়ারম্যান করা হল, সেই প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি।

দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশ্য অসুস্থতার কারণে পিএসি-র চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন মুকুল। সূত্রের খবর, মুকুলের জায়গায় পিএসি-র শীর্ষ পদে নিয়ে আসা হতে পারে আরও এক 'দলবদলু' বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে। শেষ পর্যন্ত যদি এই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়, তাহলে নতুন করে পিএসি চেয়ারম্যান পদ নিয়ে শুরু হবে শাসক ও বিরোধী তরজা।

ইতিমধ্যেই পিএসি পদ থেকে মুকুলের ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সেকথা জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, পিএসি-র সদস্যও আর থাকছেন না কৃষ্ণনগর উত্তরের বিজেপি বিধায়ক। বিমান জানিয়েছেন, মুকুলের জায়গায় কমিটিতে নতুন সদস্য নেওয়া হবে এবং পরবর্তী চেয়ারম্যান বেছে নেওয়া হবে। সরকারি সূত্রের ইঙ্গিত, মুকুলের জায়গায় আনা হতে পারে রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে। তাঁকে পিএসি-র সদস্য করে নতুন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সঁপা হতে পারে।

একুশের বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রতীকে রায়গঞ্জ থেকে জিতলেও পরে তৃণমূলে যোগ দেন কৃষ্ণ। মুকুলের দলত্যাগ-বিরোধী আইনে তাঁর বিধায়ক-পদ খারিজের আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে অধ্যক্ষের কাছে। মুকুলের মতো আরও এক 'দলবদলু' নেতাকে যদি পিএসি-র চেয়ারম্যান করা হয়, তাহলে তারা সেটা মানবে না বলেই ইঙ্গিত বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে।

প্রকল্পের টাকা না পেলে দিল্লী যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা: রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র সরকারের মধ্যে বিরোধিতা বরাবরের। এবার সেই বিরোধিতা তুঙ্গে উঠল আবাস যোজনা প্রকল্পকে কেন্দ্র করে। বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছে যে, কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাংলার নামে চালিয়ে দেওয়া হয় এই রাজ্যে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও এই ইস্যুতে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্ধমানের সভা থেকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্পষ্ট জানালেন, বাংলা আবাস যোজনার নামে টাকা না পেলে দিল্লি যাবেন তিনি।

মমতা বলেন, যে কোনও রাজ্যে নিজের নামে প্রকল্প থাকতে পারে। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান সব রাজ্যে। কিন্তু বাংলায় থাকলেই তাতে আপত্তি তোলা হচ্ছে। কেন, প্রশ্ন তোলেন তিনি। সঙ্গে বলেন, বাংলার বাড়ি, বাংলার সড়ক যোজনার টাকা আটকে রাখছে কেন্দ্র। আবাস যোজনার নামে টাকা যদি না পাওয়া যায় তাহলে নিজেই দিল্লি যাবেন তিনি, এমনই হুঙ্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি সাফ জানিয়ে দেন, বাংলার নাম দিয়ে প্রকল্প করলে কোনও দোষ নেই। বাংলা নাম থাকলে টাকা দেবে না, এটা হতে পারে না। পাশাপাশি বিজেপি সরকারকে একহাত নিয়ে তিনি আরও একবার ঘোষণা করে দেন, বাংলার বাড়ি প্রকল্প চলবে।

বিরোধী মূলত বিজেপির অভিযোগ ছিল যে, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে দেওয়া হচ্ছে বাংলায়। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা কী তা চেপে দেওয়ার জন্যই পশ্চিমবঙ্গের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই কাজ করছে। অনেক আগে থেকেই এই নিয়ে সরব হয় বিজেপি বঙ্গ ব্রিগেড। সেই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারও হস্তক্ষেপ করেছিল।

অতি বৃষ্টির ফলে, ধসের শিকার উত্তরবঙ্গ, গ্যাংটকের পাহাড়ি অঞ্চল

শিলিগুড়ি: বর্ষাকালের আগমন ঘটতেই অনবরত বৃষ্টি হয়ে চলেছে উত্তরবঙ্গ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিজুড়ে। একটানা বৃষ্টির জেরে দেখা গেছে পাহাড়ের একাধিক অঞ্চলে ভূমিধস। এরকমই প্রাকৃতিক দুর্যোগ সিকিমে প্রাণ কেড়েছে মা সহ দুই শিশুর।

বিগত কয়েক দিন ধরেই উত্তরবঙ্গের নিকটবর্তী রাজ্য সিকিমে শুরু হয়েছে অতিবৃষ্টি। আর সেই বাঁধভাঙা বৃষ্টিপাতের জেরেই ২৭ জুন মধ্যরাত ১:১৫ নাগাদ গ্যাংটকের এক বিস্তীর্ণ এলাকায় ভূমিধস নামে। এই ধসের কারণেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা বিমল মঙ্গারের বাড়ি। আর সেই বাড়ি চাপা পড়েই মৃত্যু হয় দুই শিশুসহ মোট তিনজনের।

জানা গিয়েছে, ঘুমের মধ্যেই বিমল মঙ্গারের স্ত্রী ডোমা শেরপা (২৭), তাঁর আট বছর এবং সাত মাসের দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এখনও নিখোঁজ গৃহকর্তা। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। উদ্ধারকাজে নেমেছে SDRF। গ্যাংটকের SDM রবিন শেরপা বলেন, 'জোরকদমে উদ্ধারকাজ চলছে। ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ চালাচ্ছে SDRF। জেলা প্রশাসন দমকল বাহিনী, পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে।'

উল্লেখ্য, বর্ষা আসতেই চলতি মাসে খারাপ আবহাওয়ার কারণে উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলের একাধিক জায়গায় ভূমিধস নেমেছে। কিছুদিন আগেই সিকিমের রংপোতে ভূমিধস নেমে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাস্তা। যে কারণে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সিকিমের যোগাযোগ কার্যত কয়েক ঘন্টার জন্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। রাস্তার মধ্যেই আটকে পড়ে একাধিক পর্যটক বোঝাই গাড়ি। বেশ কয়েক ঘণ্টা চেষ্টার পরে ফের ওই রাস্তায় গাড়ি চলাচল শুরু হয়।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৩ জুন থেকে একটানা বৃষ্টিপাতের কারণে যে কয়েকটি ভূমি ধস নেমেছে তাতে এখনো পর্যন্ত ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। এছাড়াও দফায় দফায় নামায় ধসের কারণে সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অন্যদিকে সিকিম ছাড়াও অতি ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে পারে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়েও, হাওয়া অফিস সূত্রে খবর এমনটাই। লাগাতার বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গের এই সমস্ত পাহাড়ি এলাকাতেও ধস নেমেছে প্রশাসন।

ইতিমধ্যেই দার্জিলিংয়ের আন্ধেরি জোরা এলাকায় ধস নেমে বিপর্যস্ত গোটা এলাকা। গত সপ্তাহেই ধসের কারণে ওই এলাকায় বহু পর্যটক আটকে পড়েছিলেন। এছাড়া ধস নামে কালিম্পংয়েও। সবে মিলে বর্ষা পড়তেই ক্রমশ বিপদজনক হয়ে উঠছে সিকিম এবং উত্তরবঙ্গের একাধিক এলাকা।

বুক রিভিউঃ "আমি তাদের দলে নেই"

পীযুষ সরকার

খুরশিদ কোন দল করে আমি জানি না। নাকি সে নিজেই নিভৃত ও নিঃসঙ্গ এক দল!
হৃদয় রঙের কোনো বিশেষ পতাকা উড়িয়ে যে একা একা অবরোধ করতে চায় তার বিক্ষুব্ধ সমকাল; সর্বগ্রাসী শূন্যতার দিকে ছুঁড়ে দিতে চায় তাঁর বিষণ্ণ, ভাঙা অক্ষরের কাচ। আমরা লক্ষ্য করি খুরশিদের "... ভেতর ক্রমশ ঢুকে পড়ছে বাঘ", তার কপালে 'সম্ভাবনাময় চাঁদ'...তাঁর 'প্রতিটি স্বপ্ন ভঙ্গের ভেতরেও থাকে এক একটি স্বপ্নের বসবাস'। 'কিছুটা দূরে এগিয়ে রয়েছে শান্তিপাড়া, রহস্যময়, শাদাবাড়ি'- সম্ভবতঃ কবি খুরশিদ সেখানেই ভাড়া থাকে; 'ফুটিয়ে তোলে নিজস্ব বেদনা'। ব্যক্তি খুরশিদ সম্পর্কে আমার ভাই, কবি খুরশিদ দূরসম্পর্কের মিটমিটে আলো। সদাহাস্য, আধুনিক, সুবিবেচক, বিজ্ঞানমনস্ক ছেলেটির 'বুকের ভেতর আজন্ম একটা দাগ/ আর
কিছু বোবা মৌনতা'; আর ডুয়ার্সের চিরন্তন গাছপালা, কুলুকুলু নদী, নাম না জানা পাখিদের উড়াল। খুরশিদ বলেন-' দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ভুপেনের দেহ/ সে এখন পাখি..../আমিও একদিন গাছ হবো"। খুরশিদ মস্তিষ্কের চেয়েও বেশি হৃদয়ের কবি; ব্যাকরণের চেয়ে বেশি অন্তঃকরণের। সে একজন 'প্রচ্ছন্ন ভিখারি'; অন্তর্নিহিত অভাব ও আপত্তি দ্বারা প্রভাবিত তাঁর উচ্চারণ। আর যাই করুক; খুরশিদ বানিয়ে কবিতা লেখে না। কবিতার নামে আত্মঘাতী শব্দছক পূরণ করেনা। সে যেটা করে, সেটা তার জীবন ও যাপনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অভিজ্ঞতালব্ধ আন্তরিক, স্বরচিত ইন্দ্রজাল। "মোহভঙ্গ যুবকের মতো সেও চায় একটু ভাত দুটো রুটি"...'সারে তিন হাত মাটি হয়ে ওঠে' তাঁর 'বসতবাড়ি'; অথচ তাঁর "বান্ধবীর দেওয়া টি-শার্টে লেখা ছিল-ভালোবাসি"... খুরশিদের কবিতা পড়লে মন খারাপ হয়; মন খারাপ হয়ে আবার মন ভালোও হয়। মনে হয় এইসব তো আমার কথা, আমাদের কথা। তাহলে খুরশিদ কেন বলছে 'আমি তাদের দলে নেই'? তাহলে কি সে আমাদের সবাইকে তার দলে টেনে নিতে চাইছে কবিতার জলজ্যান্ত মায়া লাগিয়ে? আসলে খুরশিদ যুগপৎ এক ও বহুবচন। খুরশিদ ভীষণ একা এবং অনেকজন। সর্বোপরি কবিতাই কবির পরিচয় হোক। তাঁর কবিতায় যে অমায়িক অশ্রুসিক্ত ভাটফুল ফুটে থাকে, বরং সেরকম একটি দৃশ্য বা অদৃশ্য দিয়েই শেষ করি-

ভাটফুল
-খুরশিদ আলম

বৈকুণ্ঠপুর থেকে মামাবাড়ির দূরত্ব ছয় মাইল
বৈকুণ্ঠপুরের পোশাকি নাম ভাটফুলের দেশ
যেতে যেতে পথের দু-ধারে অজস্র ভাটফুলের দেখা মেলে
হঠাৎ একদিন বৃহস্পতিবার ভাইরাল জ্বরে মামা মারা গেলেন
এখন মাঝ রাতে প্রায়ই মামা আসেন

রাস্তায় ফুটে থাকা ভাটফুলে মামা জেগে থাকেন

**
আলোচক: কবি পীযূষ সরকার (পীযূষদা)

আমি তাদের দলে নেই
খুরশিদ আলম
প্রকাশক- শাঙ্খিক
প্রচ্ছদ-রাজদীপ পুরী, মূল্য-৮০/-

জীবন যুদ্ধের এক সংগ্রামী জয়ী এক নায়কের নাম ডাক্তার অজয় মন্ডল

পার্থ নিয়োগী

সুমনের সেই বিখ্যাত গান 'হাল ছেরোনা বন্ধু' যেন লেখা হয়েছিল তার কথা ভেবেই। আর সেই ব্যাক্তিটি হলেন জনপ্রিয় চিকিৎসক তথা সমাজসেবক ডাক্তার অজয় মন্ডল। দক্ষিন চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন সংলগ্ন কুলতলি থানার অর্ন্তগত প্রত্যন্ত গ্রাম চাদপানায় তার জন্ম। তার জন্মের সময় তাদের পারিবারিক অবস্থা ভালই ছিল। কিন্তু তার বাবা ছিলেন সমাজসেবক। এতটাই তিনি অন্যদের নিয়ে ভাবতেন যে তার পরিবার নিয়ে ভাবার কোন সময়ই ছিলনা। এমনকি তার একমাত্র উপার্জনের ছোট ব্যবসার কথাও ভুলে যেতেন তিনি। ফলে স্বাভাবিক ভাবে তার আর্থিক অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। একটা সময় তার আর্থিক অবস্থা চরম দারিদ্রসীমার নিচে নেমে যায়। সে থেকেই দারিদ্রতা তার প্রতিটি সময়ের সঙ্গী। ফলে চরম দারিদ্রতার মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকেন অজয় মন্ডল। স্কুলে যেতেন খালি পায়ে, ছিলনা কোন ব্যাগ।একবেলা খেতেন তো আরেক বেলা খাবারই জুটতনা। স্কুল জীবনে আর দশটা বন্ধুর মত ব্যাগে করে টিফিন বাক্সে টিফিন নিয়ে যাবার সৌভাগ্য তার কোনদিনই হয়নি। গরীব বলে অনেক সহপাঠি তাকে হেয় ভাবে দেখত। তা গভীর বেদনাবোধের সৃষ্টি করত অজয় বাবুর মনে। মাকে দেখেছেন পরিবারের জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে। সকাল হতেই দেখেছেন মাকে সব্জি নিয়ে বাজারে বিক্রী করার জন্য ছুটতে। প্রাইভেট টিউশন আর নতুন বই কেনা তার কাছে ছিল একপ্রকার বিলাশিতা। স্কুলের সিনিয়র ক্লাশের দাদাদের কাছ থেকে পুরনো বই নিয়ে পড়তেন। এভাবেই পড়তে পড়তে স্টার মার্ক্স নিয়ে মাধ্যমিকে খুব ভাল রেজাল্ট হয় তার। এরপর উচ্চ মাধ্যমিকে চরম দারিদ্রতার মধ্যে দিয়ে আধপেটা খেয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়া। অসাধারন রেজাল্ট করলেন উচ্চমাধ্যমিকেও। সেইসাথে জয়েন্টেও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ খুব ভাল ফল করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হয় তার। কিন্তু প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় বাড়ির আর্থিক অবস্থা। এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে এবার শুরু করলেন মেডিকেলে ভর্তির প্রস্তুতি। পরেরবার একদম তাক লাগিয়ে একদম নিজের চেষ্টায় মেডিকেলে ২৭ রেঙ্ক করে সবাইকে চমকে দেন। কিন্তু এখানেও সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অর্থ। ডাক্তারি পড়ার অর্থ আসবে কোথা থেকে ? কিন্তু ভাগ্যিস কলকাতা পুলিশ ছিল। অনেকেই অবাক হয়ে ভাববেন এরসাথে কলকাতা পুলিশের সম্পর্ক কি ? আসলে কলকাতা পুলিশের কমিউনিটি বিভাগ বলে একটা শাখা আছে। সংবাদপত্রে অজয় মন্ডলের সাফল্যের কথা পড়ে তারাই যোগাযোগ করে অজয় মন্ডলের সাথে। এরপর কলকাতা পুলিশই অজয় মন্ডলের ডাক্তার অজয় মন্ডল হয়ে ওঠার সমস্ত দায়িত্ব নেয়। তাই আজও কলকাতা পুলিশের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ঝরে পরে সবসময়। তিনি বলেন ' সেদিনের সেই প্রিয় পুলিশ কাকুরা যদি পাশে না থাকতেন তবে আজকের এই চিকিৎসক হয়ে ওঠা তারপক্ষে সম্ভব ছিলনা'। তাই কলকাতায় যখনই তিনি যান তখনই গিয়ে দেখা করেন সেদিনের পুলিশ কাকুদের সাথে।সময়ের চক্রে আজ তিনি ডাক্তার অজয় মন্ডল। এরই মাঝে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসেও সে ভাল রেঙ্ক করে। কিন্তু তিনি জানতেন আমলাদের হাত বাঁধা রাজনৈতিক নেতাদের কাজে। তাই আর সিভিল সার্ভিসে যোগ না দিয়ে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সরকারি চিকিৎসকের কাজে যুক্ত হন। বিভিন্ন কারনে বাবার অনুমতি নিয়ে সরকারি চিকিৎসকের কাজ থেকে ইস্তাফা দিয়ে তিনি নিজেকে আরও বেশি করে মানুষের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। দারিদ্রতা কি জিনিস তা তিনি ভোলেননি। তাই শুধু গরীব মানুষের বিনে পয়সায় চিকিৎসা কিংবা

স্যামপেল ফাইল দিয়ে সাহায্য নয়। তার চেয়েও অনেক বেশি সামাজিক দায়িত্ব তিনি পালন করে চলেছেন। প্রচুর অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অনেক দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীর পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এবছর তিনি যে ৯৭ জন উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র ছাত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ৯০ জন পেয়েছে ৯০% ওপর নম্বর। করোনার সময় তিনি যেভাবে মানুষের চিকিৎসা করেছেন কোনরকম ভয়ডর ছাড়া তা সত্যিই দেখার মত। কোচবিহারের রাসচক্রের নির্মাতা আলতাফ মিয়াঁর অসুস্থতার খবর শুনে তিনি নিজে খাদ্যসামগ্রী ওষুধ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন তার বাড়িতে। এর পাশাপাশি তিনি আর্থিক সাহায্যও তুলে দেন আলতাফ মিয়াঁর হাতে। আসলে তারা বাবার সমাজসেবার ভাবনাকে তিনি নিজের হৃদয় থেকে গ্রহন করেছেন। তাই নিজের উপার্জনের একটা বড় অংশ তিনি সমাজসেবায় খরচ করেন। আর এই কাজে তাকে যে সব সময় অনুপ্রেরনা দিয়ে চলেন তিনি হচ্ছেন তার স্ত্রী প্রখ্যাত সমাজসেবী মধুমিতা মন্ডল। আর স্ত্রী কে নিয়ে এভাবেই সামাজিক কাজে নিজেকে যুক্ত রাখার কাজ চলছে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে। সত্যিই বর্তমান সময়ের এক বিরল মানুষ ডাক্তার অজয় মন্ডল।

দেবশঙ্কর হালদার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার তুলে দিলেন শিল্পী পৃথ্বীশ রাণার হাতে

পার্থ নিয়োগী

নাট্য জগতের কিংবদন্তি দেবশঙ্কর হালদার পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির চেয়ারম্যান শিশির মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার তুলে দিলেন শনিবার বিশিষ্ট কারিগরি শিল্পী পৃথ্বীশ রাণার হাতে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বার্ষিক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে নাটকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের জন্য রাজ্যের ২০ জন অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাট্যকার, নির্দেশক, বিকল্প ধারার নাট্যশিল্পী ও নেপথ্য শিল্পীদের পুরস্কৃত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী ও কারিগরি শিল্পী পৃথ্বীশ রাণা।

২৫ জুন ২০২২ শনিবার বিকেল ৪ টেয় শিশির মঞ্চে-এ এই পুরস্কার প্রদান করা হয় পৃথ্বীশ রাণা সহ ২০ জনকে।

পৃথ্বীশ রাণা নাট্য জগতের একজন স্বনামধন্য প্রাণপুরুষ। পৃথ্বীশ রাণা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কার পাওয়ায় তাঁর গুণমুগ্ধরা খুবই আনন্দিত হয়েছেন।

পৃথ্বীশ রাণার জন্ম ২৪ অগাস্ট। খুব ছোট বয়সে নাটক চর্চায় হাতেখড়ি হলেও ২০০৯ সালের শেষকালে কালিন্দী ব্রাত্যজন নাট্যদলে যোগদান করেন। নাট্যগুরু ব্রাত্য বসুর অভিভাবকত্বে ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রযোজনায় মঞ্চ পরিকল্পনা, আলোক পরিকল্পনা বা কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি বিভাগে নিজের শৈল্পিক চেতন ও নৈপুণ্যতার প্রকাশ ঘটান। ২০২০ এবং ২০২১ সালে পৃথ্বীশের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি হল বিনয়ের জীবন, পিতৃভূমি, খোকাদা ইত্যাদি।

পৃথ্বীশ রাণা মঞ্চ পরিকল্পক বা আলোক পরিকল্পক হিসেবে ক্যানভাসার, ব্যোমকেশ, জায়মান, আনন্দীবাঈ, চন্দ্রগুপ্ত, হাজু মিঞার কিসসা, পদ্মগোখরো, তক্ষক, য্যায়সা কা ত্যায়সা, চিরকুমার সভা, হড়পা বান, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, অথৈ জল, জতুগৃহ, কাঁকড়া, মুম্বাই নাইটস্, অমূল্যর ডাইরি, মেঘে ঢাকা তারা, বোমা, পড়ে পাওয়া ষোল আনা, তিন তস্কর, ভয়, অরণ্যদব, দেবদাস, বিবর, উলঙ্গ প্রজা পরিহিত রাজা, ট্যাক্সি সাফ, গিরিগিটি, নাসিকা পুরাণ, আলাউদ্দিন ও পদ্মাবতী

এছাড়াও বিভিন্ন নাটকে নিজের কর্মদক্ষতা প্রদর্শন করেন।

ছোটদের নিয়ে থিয়েটার করেছেন বেশ কিছু। যেমন তাসের দেশ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, চাঁদের পাহাড়, ডমরু চরিত কথা, ভোম্বল সর্দার, পান্ডব গায়েন্দা প্রভৃতি নাটক। কারিগরী সহায়ক হিসেবে কাজ করেছেন চেনা দুঃখ চেনা সুখ, সিনেমার মতো, কে?, অপারেশন ২০১৪, আলতাফ গোমস্, অদ্য শেষ রজনী, ২১ গ্রাম, পাঁচের পাঁচালী, মীরজাফর প্রভৃতি নাটকে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনস্ত মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে বেশ কিছু বছর কো-অর্ডিনেটর পদে চাকরি করেন পৃথ্বীশ রাণা। শিক্ষাগুরু ব্রাত্য বসুর নাট্যধর্মে দীক্ষিত পৃথ্বীশ বেশকিছু সম্মান অর্জন করেন কলকাতা ও বিভিন্ন জেলার থিয়েটার দলগুলি থেকে। তারমধ্যে হাওড়া ব্রাত্যজন সম্মান, স্বপ্নদর্শী সম্মান, বালিগঞ্জ রেইনেবা থিয়েটার সম্মান, বিজন ভট্টাচার্য স্মারক সম্মান, হাওড়া নাট্যজন সম্মান, আগরপাড়া থিয়েটার পয়েন্ট সম্মান, যাদবপুর মন্থন সম্মান, অশোকনগর প্রতিবিম্ব সম্মান, গোবরডাঙা শিল্পায়ন সম্মান, রমাপ্রসাদ বণিক স্মারক সম্মান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লোকবাদ্য বাঁচাতে গবেষণায় লোকশিল্পী নিখিলকৃষ্ণ

গাজোল: ইলেকট্রনিক বাদ্য যন্ত্রের দাপটে যাতে দুই বাংলার লোকবাদ্যগুলি যাতে হারিয়ে না যায় সেজন্য নিরলস গবেষণা করে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোকশিল্পী নিখিলকৃষ্ণ মজুমদার। বাংলাদেশের বেতার ও টেলিভিশনের সঙ্গে তিনি বিশেষ ভাবে যুক্ত। নিজের হাতে লোক বাদ্য যন্ত্র তৈরি করার পাশাপাশি বাংলাদেশে তিনি গড়ে তুলেছেন বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্রের সংগ্রহশালা। অনলাইনের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর শিক্ষার্থী।

সম্প্রতি তিনি পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসেছেন। মালদা জেলায় তাঁর বেশ কিছু ছাত্র রয়েছে। গাজলেও রয়েছে তাঁর এক ছাত্র অমলচন্দ্র বর্মণ। মূলত তাঁর কাছেই এসেছিলেন তিনি। নিখিলবাবু জানান, দুই বাংলার আদি বাদ্যযন্ত্র তথা একতারা, বাঁশি, দোতারা একসময় বিভিন্ন গানে ব্যবহৃত হত। কিন্তু ডিজিটাল বাদ্যযন্ত্রের দাপটে ক্রমাগত কোণঠাসা হয়ে পড়ে এই আদি বাদ্যযন্ত্র।কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। প্রায় পাঁচ বছর কোন প্রোগ্রামের জন্যে কোন ডাক পায়নি। উপরন্তু আদি বাদ্যযন্ত্র গুলোকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে নিরলস গবেষণা চালিয়ে গিয়েছি। সেই কাজে এখন আমি সফল। বাঁশি বা একতারাকে হারমোনিয়াম, কিবোর্ড এমনকি কম্পিউটারের টিউনং-এর সাথে মেলাতে সক্ষম হয়েছি। এই সমস্ত বাদ্য যন্ত্র যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটের উত্তরপাড়া গ্রামে একটি লোকসংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তুলেছি। এখানে নতুন প্রজন্মকে হাতেকলমে এইসব বাদ্যযন্ত্র তৈরি করার কাজ শেখাই। অনলাইন ও অফলাইন মিলিয়ে আমার প্রায় ২০০ ছাত্র রয়েছে। ভারতে সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পাশাপাশি সেগুলো যাতে তারা বৈজ্ঞানিক ভাবে তৈরি করতে পারে, তার জন্যও আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

তবে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এধরনের কাজ করে গেলেও বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে কোন সহযোগিতা পাননি নিখিলবাবু। তিনি বলেন, বিদেশে বাদ্যযন্ত্র তৈরির জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে। সেগুলোর অনেক দাম। এই যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রালয় যদি সাহায্য করে তাহলে অনেকদূর এগোনো যাবে।

আসুস-এর প্রথম ডিট্যাচেবেল ২-ইন-১ গেমিং ট্যাবলেট

কলকাতা: আসুস রিপাবলিক অফ গেমার্স (আরওজি) ভারতে তার আরওজি ইকোসিস্টেমে ফ্লো জেড লাইনআপ চালু করেছে, আরওজি ফ্লো জেড১৩ লঞ্চ করেছে, যা প্রথম ডিট্যাচেবেল ২-ইন-১ গেমিং ট্যাবলেট। ট্যাবলেটটি রিফ্রেশড টিইউএফ ড্যাশ এফ১৫ ২০২২ মডেলের সাথে লঞ্চ করা হয়েছে। 'ওয়ান ডিভাইস, ইনফিনিট প্লে'-এর দর্শনকে অনুরণিত করে, আরওজি ফ্লো জেড১৩ একটি ১৪-কোর ইন্টেল কোর i9-12900H সিপিইউ এবং এনভিডিয়া পর্যন্ত একটি জিফোরস আরটিএক্স ৩০৫০ টি জিপিইউ পর্যন্ত থাকার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী গেমিং ল্যাপটপের শক্তি সংরক্ষণ করে। এটি বাহ্যিক জিপিইউ, এক্সজি মোবাইল, এবং 4K 60Hz এবং এফএইচডি 120Hz টাচ প্যানেলের বিকল্পের সাথে আসে, সবগুলোই একটি সুপার লাইট ১.১ কেজি চ্যাসিসে মোড়ানো। নতুন টিইউএফ ড্যাশ এফ১৫ লঞ্চের মাধ্যমে আসুস তার টিইউএফ লাইনআপকে আরও শক্তিশালী করেছে। আরওজি ফ্লো জেড১৩ এবং টিইউএফ ড্যাশ এফ১৫ যথাক্রমে ১,৩৬,৯৯০ এবং ৯০,৯৯০ টাকার প্রারম্ভিক মূল্যে অনলাইন (আসুস ই-শপ/অ্যামাজনফ্লিপকার্ট) এবং অফলাইন (আসুস এক্সক্লুসিভ স্টোরস/আরওজি স্টোরস/ক্রোমা/বিজয় সেলস/রিলায়েন্স ডিজিটাল)-এ পাওয়া যাবে।

অতিরিক্ত গেমিং হর্সপাওয়ার এবং I/O সম্প্রসারণের জন্য, ফ্লো জেড১৩ এক্সটার্নাল জিপিইউ-এর এক্সজি মোবাইল পরিবারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটিতে এমইউএক্স সুইচ, দুটি ডিসপ্লে অপশন, ৮৫ শতাংশ ডিসিআই-পি৩ কভারেজ সহ একটি 4K 60Hz ডিসপ্লে, অথবা ১০০ শতাংশ এসআরজিবি কভারেজ সহ একটি ফুল HD 120Hz স্ক্রিন রয়েছে।

১২তম জেন ইন্টেল কোর i7-12650H সিপিইউ পর্যন্ত, টিইউএফ ড্যাশ এফ১৫ দৈনন্দিন কাজ এবং হার্ডকোরের মাধ্যমে শক্তি দেয়। ভিজুয়াল এক্সপেরিএন্স উন্নত করতে, ব্যবহারকারীরা একটি 165Hz কিউএইচডি প্যানেল এবং 300Hz এফএইচডি প্যানেলের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে পারেন। এটিতে ডুয়াল ফায়ারিং স্পিকার রয়েছে যা এখন ডলবি অ্যাটমস, টু-ওয়ে এআই নয়েজ ক্যান্সেলেশন সহ আসে। এটিতে এমইউএক্স সুইচও রয়েছে।

রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি মিশনের সাথে বাইজু'স-এর অংশীদারিত্ব

কলকাতা: বাইজু'স 'এডুকেশন ফর অল' উদ্যোগটি ২০২৩ সালের মধ্যে সারা দেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের ১.৫ লক্ষ শিশুকে ক্ষমতায়ন করতে রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি মিশন (আরআইএলএম)-এর সাথে তিন বছরের অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে। তারা সারা দেশে ৪ থেকে ১২ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বাইজু'স-এর উচ্চ-মানের লারনিং প্রোগ্রাম এবং বিষয়বস্তুতে বিনামূল্যে অ্যাক্সেস দেওয়ার মাধ্যমে প্রযুক্তি-চালিত ডিজিটাল লার্নিং টুল প্রদান করবে। বাইজু'স ইতিমধ্যে হায়দ্রাবাদের কম পরিবেশিত সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০টি ট্যাবলেট এবং লাইসেন্স জারি করেছে। এই উদ্যোগটি শীঘ্রই পর্যায়ক্রমে সারাদেশে ছড়িয়ে পরবে। ২০২৫ সালের মধ্যে ১০ মিলিয়ন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে, উদ্যোগটি ইতিমধ্যেই ২৬+ রাজ্য এবং ৩৪০+ জেলা জুড়ে ১২০+ এনজিও-র মাধ্যমে দেশ জুড়ে ৩.৪ মিলিয়ন শিশুকে প্রভাবিত করেছে।

রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি মিশন (আরআইএলএম) পূর্বে রোটারি সাউথ এশিয়া সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কোঅপারেশন (আরএসএএস) নামে পরিচিত ছিল। এর লক্ষ্য ভারতে মোট সাক্ষরতা এবং গুণগত শিক্ষার দিকে কাজ করা। এটি 'টি-ই-এ-সি-এইচ' নামে একটি বিস্তৃত

প্রোগ্রাম ডিজাইন করেছে, যার অর্থ টি-টিচার সাপোর্ট, ই-ই-লার্নিং, এ-অ্যাডাল্ট লিটারেসি, সি-চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট, এইচ-হ্যাপি স্কুল। এটিতে প্রতিটি প্রোগ্রাম অন্যটির সাথে সংযুক্ত এবং পূর্ণ সাক্ষরতা আনা ও সারা দেশে স্কুল শিক্ষার ফলাফল উন্নত করে সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের দিকে কাজ করার একটি নির্দিষ্ট ফোকাসও রয়েছে।

রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি মিশনের চেয়ারম্যান কমল সাঙ্ঘভি বলেছেন, "আমরা আশাবাদী যে বাইজু'স-এর উচ্চ-মানের লারনিং প্রোগ্রামগুলির সাথে প্যাক করা ডিজিটাল লারনিং টুল প্রদান করে ২০২৩ সালের মধ্যে ১.৫ লক্ষের বেশি ছাত্রদের ক্ষমতায়ন করতে পারব।"

সোনির নতুন F4 ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল পাওয়ার জুম জি লেন্স

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া FE PZ 16-35mm F4 G (মডেল SELP1635G)-র সাথে মোট ৬৬টি ই-মাউন্ট লেন্স প্রবর্তন করেছে। এটির ওজন মাত্র ৩৫৩ গ্রাম। কমপ্যাক্ট লেন্সটি রিফাইন্ড ইমেজ কোয়ালিটি, অভিব্যক্তিপূর্ণ ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে যা আজকের চাহিদাপূর্ণ কনটেন্ট নির্মাতাদের কাছে আবেদন করবে। এটি ভ্লগিং এবং মুভি প্রোডাকশন থেকে শুরু করে রিমোট ক্যাপচার এবং ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি সবকিছুর জন্য সুবিধাজনক।

এটি একটি কমপ্যাক্ট লেন্সে দারুন রেজোলিউশন এবং সুন্দর বোকেহ-র একটি অসাধারণ মিশ্রণ অফার করে। অপটিক্যাল পাথে দুটি উন্নত অ্যাসফেরিকাল এলিমেন্ট রয়েছে - একটি স্ট্যান্ডার্ড অ্যাসফেরিকাল এলিমেন্ট, একটি সুপার ইডি এবং একটি ইডি গ্লাস এলিমেন্ট এবং একটি ইডি অ্যাসফেরিকাল এলিমেন্ট। এটি ফোকাস এবং জুম ড্রাইভ উভয়ের সোনির ছয়টি আসল এক্সডি লিনিয়ার মোটর ব্যবহার করে। এটিতে দ্রুত এবং মসৃণ প্রতিক্রিয়া সহ উচ্চ-কর্মক্ষমতা এএফ আছে। এতে নতুন লেন্স টেকনোলজি রয়েছে যাতে হাই কোয়ালিটির ছবি সহজে ক্যাপচার করা নিশ্চিত করতে জুম করার সময় ফোকাস ব্রিথিং কমানোর পাশাপাশি ফোকাস এবং অক্সিয়াল শিফট কমানো সহজ হয়। এটিতে দূরবর্তীভাবে জুম নিয়ন্ত্রণ করতে সামঞ্জস্যপূর্ণ বডি বা আনুষাঙ্গিকগুলিতে বাটন এবং নিয়ন্ত্রণগুলি ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে। এতে আইরিস লক সুইচ রয়েছে যা অ্যাপারচার রিংটিকে দুর্ঘটনাক্রমে [A] এবং F4 - F22 সেটিংস এবং সুবিধাজনক নিয়ন্ত্রণের জন্য কাস্টমাইজযোগ্য ফোকাস হোল্ড বাটনের মধ্যে সরানো থেকে আটকানোর জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে।

নতুন FE PZ 16-35mm F4 G লেন্স ২৬শে মে থেকে ভারত জুড়ে সমস্ত সোনি সেন্টার, আলফা ফ্ল্যাগশিপ স্টোর, সোনি পোর্টাল এবং প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোরগুলিতে পাওয়া যাবে। এর দাম ১২৪,৯৯০ টাকা।

আইসিআইসিআই প্রু লাইফের রেকর্ড অ্যানুয়াল বোনাস

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স ২০২২ অর্থবর্ষের জন্য তাদের পলিসিহোল্ডারদের ৯৬৮.৮ কোটি টাকার বার্ষিক বোনাস দেওয়ার কথা ঘোষণা করল। বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে এটি ১৬তম বর্ষ এবং এযাবৎ প্রদত্ত সর্বোচ্চ বোনাস দেওয়া হচ্ছে, যা ২০২১ অর্থবর্ষের তুলনায় ১২ শতাংশ বেশি।

২০২২ সালের ৩১ মার্চ অবধি যুক্ত থাকা যোগ্য পলিসিহোল্ডারগণ এই অ্যানুয়াল বোনাস পাবেন। প্রায় ১ মিলিয়ন পলিসিহোল্ডার এ থেকে উপকৃত হবেন এবং এই বোনাস তাদের দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও, এন এস কান্নান জানান, ২০২২ অর্থবর্ষে ৯৬৮.৮ কোটি টাকার বার্ষিক বোনাস দিতে পেরে তারা আনন্দিত। এই পরিমাণ কোম্পানির এযাবৎ ঘোষিত সর্বোচ্চ বোনাস। ২০২১ অর্থবর্ষের তুলনায় এই পরিমাণ ১২ শতাংশ বেশি।

দাম কমল এলপিজি বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের

নয়াদিল্লি: মাসের শুরুতেই দাম কমল রান্নার গ্যাসের। তবে গৃহস্থে ব্যবহৃত রান্নার গ্যাসের নয় । শুক্রবার থেকে দাম কমেছে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের। ১৯ কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমেছে ১৯৮ টাকা।

এই দাম কমার ফলে দিল্লিতে প্রতিটি ১৯ কেজির বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ২১ টাকা। গত মাসে দিল্লিতে এই গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ছিল ২ হাজার ২১৯ টাকা। মূলত হোটেল, রেস্তোরাঁতে রান্নার কাজে এই গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয়।

ভিমেনটর.এআই ওয়াধওয়ানি ফাউন্ডেশনের সাথে যোগ দিয়েছে

কলকাতা: ওয়াধওয়ানি ফাউন্ডেশন তার উদ্যোগ ওয়াধওয়ানি অ্যাডভান্টেজ (ডব্লিউএ) এর মাধ্যমে তার গ্লোবাল তহবিল, বিশ্ব-মানের কাঠামো এবং পরামর্শমূলক সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, দ্রুত বৃদ্ধির ট্র্যাক পেতে এসএমই-কে পদ্ধতিগতভাবে ক্ষমতায়নের জন্য পরিচিত। ভিমেনটর.এআই তার বিশ্ব-মানের, প্রযুক্তি-সক্ষম মেন্টরিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১০ গুন ব্যবসায়িক বৃদ্ধি প্রদানের জন্য ধারাবাহিকভাবে এমএসএমই-কে ক্ষমতায়ন করে চলেছে। ভিমেনটর.এআই এবং ওয়াধওয়ানি ফাউন্ডেশন কৌশলগত সহযোগিতার জন্য বাহিনীতে যোগদান করেছে।

এমএসএমই-অ্যাক্সিলারেটর জোট যোগ্য এমএসএমইকে শিল্পের অভিজ্ঞদের দ্বারা বিশেষায়িত পরামর্শ প্রদান করবে, যার আয় টার্নওভার ৫ কোটি থেকে ১০০ কোটি টাকার মধ্যে থাকবে, তাদের দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা আনলক করবে এবং এমএসএমই-এর নিজস্ব ক্ষমতার চেয়ে আরও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবে। দুটি পরামর্শদাতা সংস্থার সম্মিলিত কাঠামো এবং সরঞ্জামগুলি একটি ডু-ইট-ইউরসেল্ফ (ডিআইওয়াই), ছোট কোম্পানিগুলির জন্য একটি উচ্চ-প্রভাবিত ডেলিভারি মডেল এবং বড় কোম্পানিগুলির জন্য একটি উপদেষ্টা-নেতৃত্বাধীন পরামর্শ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিতরণ মডেলকে অনুমতি দেবে। প্রতিটি অংশীদারের সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি এমএসএমই সেক্টরের জন্য - মেধা সম্পত্তি, বাজারের আউটরিচ এবং নেটওয়ার্ক, সম্পাদন প্রতিভা এবং প্রক্রিয়াগুলির জন্য লিভারেজ করা হবে। এটি একটি কমিউনিটি প্ল্যাটফর্মের দিকেও নিয়ে যাবে যেখানে এমএসএমই-গুলি শত শত জ্ঞান সম্পদ, কোর্স এবং মাস্টার ক্লাস অ্যাক্সেস করতে পারে।

ভিমেনটর.এআই-এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্রীনিবাস চুন্দুরু বলেছেন, "ভিমেনটর.এআই-এর অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম যেমন যুগমা (ইঞ্জিনিয়ারিং ও এমবিএ ছাত্রদের জন্য প্ল্যাটফর্ম) এমএসএমই বৃদ্ধির জন্য সঠিক ইকোসিস্টেম তৈরি করতে সাহায্য করবে।"

নতুন সামার ২০২২ কালেকশনের সাথে স্কাইব্যাগ

কলকাতা: ট্র্যাভেল ব্যাগের সামার ২০২২-এর নতুন কালেকশনের সাথে স্কাইব্যাগস তাদের বোল্ড, রঙিন প্রিন্টগুলির সাথে নতুন ট্রেন্ড ক্যাপচার করতে প্রস্তুত যা তাদের নতুন ক্যাম্পেইন 'চেজ দ্য ওয়ার্ল্ড'-এ উন্মোচন করা হয়েছে। ক্যাম্পেইনটিতে বরুণ ধাওয়ানকে দেখানো হয়েছে। এটির লক্ষ্য হল আজকের তরুণদের আবেগপ্রবণ আনন্দ এবং ফ্যাশন সেন্সকে সঠিকভাবে ক্যাপচার করা। স্কাইব্যাগস হল ভারতে প্রিন্টেড হার্ড লাগেজ ক্যাটাগরির মার্কেট লিডার। নতুন প্রজন্ম এবং জেন জেড গ্রাহক যারা স্টাইলিশ এবং নজরকাড়া স্কাইব্যাগ ডিজাইন এবং কার্যকারিতা সহ একটি বার্তা দিতে চাইছেন তাদের সাথে বরুণের ভাইব কানেক্ট হচ্ছে।

প্রচারনাটি সর্বাধিক প্রভাবের জন্য টিভি, সিনেমা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ওওএইচ-এর মত মিডিয়া জুড়ে ৩৬০-ডিগ্রি লঞ্চের জন্য প্রস্তুত। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্র্যান্ড এবং দর্শকদের মধ্যে কথোপকথোন হবে, যেখানে লোকেরা ছবি, ভ্লগ এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে তাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারবেন। প্রচারাভিযানটি সম্প্রতি লঞ্চ হওয়া সবচেয়ে স্টাইলিশ তিনটি লাগেজ ব্যাগকে হাইলাইট করে – গ্লোবারানার, ওপেনস্কাইস এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট। পলিকার্বোনেট উপাদানের জন্য অ্যাবস্ট্রাক্ট খুব মজবুত। বাইরের দিকে রয়েছে একটি প্রিন্টেড পিসি ফিল্ম এবং দুটি রঙ - সবুজ এবং হলুদ-এর বিকল্প সহ উপলব্ধ। এতে ডুয়াল ৩৬০-ডিগ্রি রোটেটিং হুইলস, সিকিউর টিএসএ লক এবং

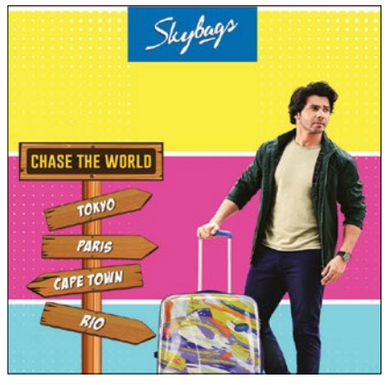

অ্যান্টি-থেফট জিপার রয়েছে। গ্লোবারানার দুটি রঙের বিকল্পের সাথে আসে - ব্লু অ্যাটল এবং কর্সেয়ার। এটি বহন করার সুবিধার জন্য ডুয়াল হুইলস এবং নিরাপত্তার জন্য ৩টি ডায়াল কম্বিনেশন লক রয়েছে। ওপেনস্কাইস হল আরও প্রিমিয়াম এবং স্টাইলিশ রেঞ্জ। লাইটওয়েট পলিকার্বোনেট উপাদান দিয়ে তৈরি, বাইরের দিকে প্রিন্ট করা পিসি ফিল্মটিতে রঙের একটি অনন্য স্টাইলের গ্রেডেশন রয়েছে। এই পরিসরটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন সিকিউর টিএসএ লক এবং অ্যান্টি-থেফট জিপারের পাশাপাশি প্রসাধন সামগ্রীর জন্য একটি ওয়েট পাউচ দিয়ে সজ্জিত। এটি দুটি রঙে পাওয়া যায় - গোলাপী এবং নীল।

ট্যালি এমএসএমই অনার্সের দ্বিতীয় সংস্করণ

শিলিগুড়ি: সফ্টওয়্যার প্রোডাক্টস শিল্পে অগ্রগামী ট্যালি সলিউশনস পূর্ব অঞ্চলের জন্য 'এমএসএমইঅনার্স'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেছে। ২০০০টি গ্লোবাল নমিনেশনের মধ্যে শিলিগুড়ির ছয়টি কোম্পানি বিজয়ী হয়েছে। এটির লক্ষ্য জাতীয় অর্থনৈতিক স্তর পর্যন্ত সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে এমএসএমই-এর বৈচিত্র্য এবং নিরলস অবদান উদযাপন করা। এই সম্মানগুলি বছরে একবার আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস উপলক্ষে দেওয়া হয় এবং ২৫০ কোটির কম টার্নওভার এবং একটি বৈধ জিএসটিআইএন সহ সমস্ত ধরণের ব্যবসার জন্য প্রযোজ্য।

ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ সিঙ্গাপুর লিমিটেড এবং আঞ্চলিক ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনগুলির সহযোগিতায় ট্যালি অনার্স শিলিগুড়ির ৬টি এবং ভারত জুড়ে ৯৭টি এমএসএমইকে স্বীকৃতি দিয়েছে। দেশের চারটি অঞ্চল জুড়ে উদযাপিত, পাঁচটি বিভাগে সম্মানগুলি দেওয়া হয়েছে: ওয়ান্ডার ওম্যান, বিজনেস মায়েস্ট্রো, নেক্সটজেন আইকন, ডিজিটাল ট্রান্সফরমার এবং চ্যাম্পিয়ন অফ কজ।

আমান টি ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইভেট লিমিটেডের রাজীব বাইদ উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণের জন্য 'ডিজিটাল ট্রান্সফরমার' ক্যাটাগরিতে সম্মানিত হয়েছেন। জিএস ডেকোর প্রাইভেট লিমিটেডের ডঃ সন্দীপ আগরওয়ালকে ডিজিটাল চালান বেছে নিতে গ্রাহকদের উৎসাহিত করার জন্য 'ডিজিটাল ট্রান্সফরমার' বিভাগে সম্মানিত করা হয়েছে। ৯টু১০- দ্য আলটিমেট গ্রোসারি স্টোরের করণ রাজ প্রসাদ এবং রাহুল রাজ প্রসাদকে 'নেক্সটজেন আইকন' বিভাগে সম্মানিত করা হয়েছে। ইন্টারেক্টিভ এবং আকর্ষক জিকে পাঠ্যক্রমের অভাব পূরণ করার জন্য কুইজোরা অ্যান্ড কোম্পানির শুভম লাহোতিকে 'নেক্সটজেন আইকন' বিভাগে সম্মানিত করা হয়েছে। মা দুর্গা ইন্ডাস্ট্রিজের রঞ্জিতা গোয়েলকে এইচডিপিই এবং এলডিপিই লিনেন ব্যাগের দক্ষতার জন্য 'ওয়ান্ডার ওম্যান ক্যাটাগরিতে সম্মানিত করা হয়েছে। একইভাবে, একটি সফল ইন্টেরিয়র ডিজাইন ব্যবসা গড়ে তোলার জন্য কনসেপ্ট অ্যান্ড ডিজাইনের পায়েল পেরিওয়ালকে 'ওয়ান্ডারওম্যান' বিভাগে সম্মানিত করা হয়েছে।

হ্যাবিট্যাটস ট্রাস্ট ৩.২০ কোটি টাকা মূল্যের অনুদান

কলকাতা: ভারতের প্রাকৃতিক আবাসস্থল এবং তাদের আদিবাসী প্রজাতির সুরক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য কাজ করে এমন একটি নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন হ্যাবিট্যাটস ট্রাস্ট আর্থিকভাবে সহায়তাকারী সংস্থা এবং ব্যক্তিদের যারা কাছে আবেদনের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, যারা ভারতের বন্যপ্রাণী এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে। ভারতের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে মোট ৩.২০ কোটি টাকার হ্যাবিট্যাটস ট্রাস্ট গ্রান্টস তিনটি বিভাগে দেওয়া হবে।

অনুদানের জন্য আবেদনগুলি বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল দ্বারা বহু-স্তরের স্ক্রীনিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে যেখানে বিজ্ঞানী এবং বিষয় বিশেষজ্ঞরাও থাকবে। এই বিশেষজ্ঞদের সাব-জুরিও বলা হয়, এরা দুটি বিভাগে ৩০ জন আবেদনকারীকে স্ক্রিন এবং বাছাই করবেন এবং একটি ফিল্ড মূল্যায়ন রাউন্ডের মাধ্যমে এই বাছাই করা প্রকল্পগুলিকে আরও মূল্যায়ন করবেন। সামগ্রিকভাবে ২০টি আবেদন চূড়ান্ত জুরি রাউন্ডে চলে যাবে। এই বছর, সংস্থাটি একটি নতুন বিভাগও চালু করেছে – টিএইচটি বীজ অনুদান হল একটি বছরব্যাপী অনুদান, যা ১৫ জন আবেদনকারীর প্রত্যেককে ৩ লক্ষ টাকা দিয়ে সহায়তা করবে। নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা করা এবং/অথবা দ্রুত জরিপ পরিচালনাকারী আবেদনকারীরা এই অনুদানের জন্য যোগ্য হবেন। অনুদানগুলির জন্য আবেদন পোর্টাল ২৩ শে জুন, ২০২২ থেকে ৫ই আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং ফর্মগুলি অনলাইনে পূরণ করা যাবে।

জিন্দাল স্টেইনলেস ট্রেডমার্ক লঙ্ঘনের জন্য আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে

মালদা: জিন্দাল স্টেইনলেস জেএসএল এবং জিন্দাল ট্রেডমার্ক লঙ্ঘনের জন্য মালদা (পশ্চিমবঙ্গ)-ভিত্তিক মহেশ্বরী স্টিলের মালিকের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করেছে। এফআইআরটি আইপিসি ধারা ৪২০, ৪৮২, ৪৮৬, ১২০বি, অনুলিপি অধিকার আইনের ধারা ৬৩ এবং ৬৪ এবং ট্রেডমার্ক আইনের ১০৩ এবং ১০৪ ধারার অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ, জিন্দাল স্টেইনলেসের অভিযোগের ভিত্তিতে কাজ করে এবং অভিযুক্তরা যে জায়গা থেকে কাজ করছিল সেখানে অভিযান চালিয়ে জাল জেএসএল/জিন্দাল ট্রেডমার্কের লোগো সহ প্রচুর পরিমাণে প্রোডাক্ট খুঁজে পায়। তদন্তকারী দল মেশিনগুলির সাথে সংযুক্ত জিন্দালের লোগোর প্রায় পাঁচটি রঙও পেয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ৭ দিনের হেফাজতে রাখা হয়েছে। অভিযুক্তদের সম্পূর্ণ গোডাউন ও মাল সিল করে দেওয়া হয়েছে।

এই বিকাশটি এমন একটি সময়ে হয়েছে যখন জিন্দাল স্টেইনলেস জেএসএল/জিন্দাল ব্র্যান্ডের নাম এবং লোগো ব্যবহার করে নকল প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য প্রস্তুতকারক/ডিলারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে। সম্প্রতি, উত্তরপ্রদেশের স্থানীয় পুলিশ জাল লোগো এবং জিন্দাল স্টেইনলেসের জাল সিল সহ স্টেইনলেস স্টিল পাইপগুলি বেআইনিভাবে তৈরি এবং বিক্রি করার জন্য আম্বাজি আইনক্স

এলএলপি-এর প্রেমিসেসে অভিযান চালিয়েছিল এবং সেখানে পাওয়া সমস্ত ইনভেন্টরি বাজেয়াপ্ত করেছিল। হরিয়ানা এবং মধ্যপ্রদেশ পুলিশও এফআইআর নথিভুক্ত করেছে এবং জাল জেএসএল/জিন্দাল লোগো সহ বিপুল পরিমাণ স্টেইনলেস স্টিল পাইপ জব্দ করেছে। কোম্পানি এই ধরনের লঙ্ঘনগুলিকে একটি গুরুতর অপরাধ বলে মনে করে এবং তাদের মোকাবেলা করার জন্য আইনি প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

রিলায়েন্স জিও দায়িত্বে আকাশ আম্বানি

নয়াদিল্লি: রিলায়েন্স জিও থেকে পদত্যাগ করলেন মুকেশ আম্বানি। ৬৫ বছরের শিল্পপতির বদলে এখন থেকে ওই সংস্থার দায়িত্ব সামলাবেন আকাশ । আকাশ মুকেশের বড় ছেলে।

মঙ্গলবার রিলায়েন্স জিও ইনফোকোমের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে। আকাশ এতদিন ওই সংস্থায় ছিলেন নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে। চেয়ারম্যান ছিলেন তাঁর বাবা মুকেশ আম্বানি ।

এদিন সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ২৭ জুন বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যে আকাশ এবার রিলায়েন্স জিও-র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাবেন। এছাড়া পঙ্কজ মোহন পাওয়ারকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদে নিয়োগ করা হয়েছে। আর রমিন্দর সিং গুজরাল ও কেভি চৌধুরিকে স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

মুকেশ আম্বানি গতকাল পদত্যাগ করেন চেয়ারম্যান পদ থেকে। তবে তিনি জিও প্ল্যাটফর্মস লিমিটেডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেননি।

ভারতে ভয়েস কন্ট্রোল স্মার্ট হোমের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান

কলকাতা: ভারতীয় পরিবারগুলিতে স্মার্ট হোমের ব্যবহার বেড়েছে। সম্প্রতি আমাজন ইন্ডিয়ার টেকর্ক (Techarc) দ্বারা স্মার্ট হোমের ব্যবহারের ওপর একটি সার্ভে করা হয়। সার্ভেতে প্রায় ১২০০ টিরও বেশি স্মার্ট হোম ব্যবহারকারীর ইনপুট সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রায় ৯২ শতাংশের মতে ভয়েস কন্ট্রোল তাদের পারিবারিক জীবন প্রকৃত অর্থেই স্মার্ট হোম করে তুলেছে। ৯০% এর বেশি ব্যবহারকারীরা গত দুই বছরে তাদের প্রথম স্মার্ট হোম ডিভাইস কিনেছেন।

কোভিডের কারণে এই ভয়েস কন্ট্রোল সিস্টেমকে স্মার্ট হোমের জন্য একটি অপরিহার্য ফ্যাক্টর হিসাবে তুলে ধরেছে। উল্লেখ্য, তিনটি হোম অ্যাপ্লায়েন্স সবচেয়ে বেশি ভয়েস কন্ট্রোলের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। যেমন – লাইটের সুইচ, টিভি এবং এসি বন্ধ করা বা চালানো ইত্যাদি। টেকর্ক (Techarc)-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান বিশ্লেষক ফয়সাল কাওওসা বলেন, এই স্মার্ট হোম এনভায়রনমেন্ট তখনই কার্যকরী হয় যখন পরিবারের সকল সদস্য তাদের কমান্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন হোম অ্যাপলায়েন্স ব্যবহার করতে পারে।

গ্রাহকদের সুস্থতার জন্য হিমালয়ার নতুন ইক্যুইটি ক্যাম্পেইন

শিলিগুড়ি: ভারতের নেতৃস্থানীয় ওয়েলনেস ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি হিমালয়া ওয়েলনেস কোম্পানি একটি নতুন ইক্যুইটি ক্যাম্পেইন চালু করেছে যা সমস্ত বয়সের গ্রাহকদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিতে অনুপ্রাণিত করে। এই প্রচারাভিযানটি হিমালয়ার "ওয়েলনেস ইন এভরি হোম, হ্যাপিনেস ইন এভরি হার্ট" এর দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাণবন্ত করে।

বিগত কয়েক দশক ধরে, হিমালয়া স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার জন্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, যা সারা বিশ্বের গ্রাহকরা গ্রহণ করতে চায়। এটি বিশ্বাস করে যে আমরা প্রত্যেকে যদি আমাদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দিই তাহলে বিশ্ব একটি সুখী স্থান হবে। নতুন ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য আমাদের জীবনধারার পরিবর্তন এবং সুস্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

হিমালয়া ওয়েলনেস কোম্পানির কনজিউমার প্রোডাক্টস ডিভিশনের বিজনেস ডিরেক্টর মিঃ রাজেশ কৃষ্ণমূর্তি বলেছেন, "হিমালয়া হেড-টু-হিল কনজিউমার প্রোডাক্টের একটি রেঞ্জের পথপ্রদর্শক এবং বিকাশ করেছে, যা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করেছে।"

ভি বিজনেসের 'রেডি ফর নেক্সট' প্রোগ্রাম

শিলিগুড়ি: ভারতের অগ্রণী টেলিকম অপারেটর ভোডাফোন আইডিয়া'র এন্টারপ্রাইজ শাখা ভি বিজনেস 'ওয়ার্ল্ড এমএসএমই ডে' উপলক্ষে লঞ্চ করল এক বিশেষ প্রোগ্রাম – 'রেডি ফর নেক্সট'। এই বিশেষ প্রোগ্রামটি চালু করা হল এমএসএমই-গুলির বৃদ্ধির সম্ভাবনায় গতিসঞ্চারের উদ্দেশ্যে।

ভি বিজনেসের রেডি ফর নেক্সট প্রোগ্রাম রচিত হয়েছে এমএসএমই-গুলির ডিজিটাল কর্মপদ্ধতির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করার জন্য। এই বিশেষ প্রোগ্রাম এমএসএমই-গুলির বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং তাদের সম্ভাব্য সবরকম চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে সহযোগিতা করবে।

ভি বিজনেস রেডি ফর নেক্সট প্রোগ্রামে রয়েছে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় – ডিজিটাল সেলফ ইভ্যালুয়েশন ও এক্সক্লুসিভ এমএসএমই অফার্স। এছাড়া এই প্রোগ্রামে রয়েছে 'বিজনেস অ্যাডভাইস' অফার, যার দ্বারা ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য ক্ষমতায়িত করা যাবে। এমএসএমই-গুলি এই সীমিত সময়ের অফার গ্রহণ করতে পারবে ৩১ জুলাই অবধি। 'রেডি ফর নেক্সট' প্রোগ্রামকে তুলে ধরার লক্ষ্যে ভি বিজনেস ২৭ জুন থেকে শুরু করেছে ডিজিটাল ও সোস্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেন।

উত্তরবঙ্গে ট্রেন্ডস এর বৃহত্তম ফ্যাশন সেল

অন-ট্রেন্ড, ফ্রেশেস্ট স্টাইল ও হাই-অন ফ্যাশনের জন্য সুপরিচিত ভারতের বৃহত্তম ফ্যাশন রিটেলার ট্রেন্ডস, পুরোপুরি প্রস্তুত ফ্যাশনের ডালি নিয়ে উত্তরবঙ্গের কার্শিয়ং, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, ধূপগুরি, মালবাজার, আশিগরবাজারে তাদের হটেস্ট ফ্যাশন সেল 'ট্রেন্ডস ফ্যাশন ফেস্টিভ্যাল'-এর জন্য।

গ্রাহকদের জন্য সেরা ফ্যাশন ও ব্র্যান্ডের সম্ভার নিয়ে ট্রেন্ডস এখন একেবারে প্রস্তুত, যা প্রকৃতই 'ট্রেন্ডস শপিং ফেস্টিভ্যাল' নামের উপযুক্ত। এটা হল এযাবৎকালের ফ্যাশনের বৃহত্তম সেল যেখানে ১০০০০ স্টাইলের মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও উওমেন্স উইয়্যার-এর ওপর দেওয়া হবে ৫০ শতাংশ অবধি ছাড়।

সেল চলাকালীন গ্রাহকদের এযাবৎ অশ্রুত অফার দেওয়া হবে হ্রাসমূল্যে, যার সঙ্গে থাকছে নিশ্চিত উপহার, পুরস্কার ও পয়েন্টস। এইসব কারণে ট্রেন্ডস শপিং ফেস্টিভ্যাল সেল কোনওভাবেই মিস করা চলবে না।

দেশের ফ্যাশন সচেতন নাগরিকদের জন্য ট্রেন্ডস নিয়ে এসেছে বিশেষভাবে নির্বাচিত মেন্স ও উওমেন্স অ্যাপারেল ও অ্যাক্সেসরিজ কালেকশন। গ্রাহকরা যাতে তাদের ফ্যাশন সংক্রান্ত চাহিদা অনুসারে কেনাকাটা করতে পারেন, সেজন্য ট্রেন্ডস প্রত্যেকের জন্য এই '৫০ শতাংশ অবধি' ছাড়ের উৎসবে কিছু-না-কিছু অফার দিচ্ছে। গ্রাহকরা এখন লেটেস্ট স্টাইলের পণ্য পাবেন হ্রাসমূল্যে এবং অতুলনীয় ডিলে – মেন্স উইয়্যার, কিডস উইয়্যার ও উওমেন্স উইয়্যারের ১০০০০ স্টাইলের ওপর।

বাজাজ আলিয়াঞ্জ 'গ্লোবাল হেলথ কেয়ার' চালু করেছে

কলকাতা: ভারতের বাজাজ আলিয়াঞ্জ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের নেতৃস্থানীয় বেসরকারী সাধারণ বীমাকারীদের মধ্যে একটি তার স্বতন্ত্র স্বাস্থ্য বীমা প্রোডাক্ট 'গ্লোবাল হেলথ কেয়ার' চালু করার ঘোষণা করেছে। গ্লোবাল হেলথ কেয়ার হল একটি বিস্তৃত স্বাস্থ্য ক্ষতিপূরণ বীমা প্রোডাক্ট যা পলিসিধারককে পরিকল্পিত এবং সেইসাথে আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণভাবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে পাওয়া জরুরি চিকিৎসার জন্য বিরামহীন কভার প্রদান করে।

গ্লোবাল হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট ভারতীয় বাজারে উপলব্ধ বিস্তৃত বিমাকৃত রেঞ্জগুলির মধ্যে একটি অফার করে যা ৩৭,৫০,০০০ টাকা থেকে ৩,৭৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত শুরু হয়। প্রোডাক্টটি দুটি প্ল্যানের সাথে উপলব্ধ - 'ইম্পেরিয়াল প্ল্যান' এবং 'ইম্পেরিয়াল প্লাস প্ল্যান' যা আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় উভয় কভার অফার করে। ইম্পেরিয়াল প্লাস প্ল্যান হল একটি হাই-এন্ড ভেরিয়েন্ট যার সাথে উন্নত বৈশিষ্ট্যের সাথে অফার করা হয় উচ্চতর বিমা অপশন। গ্লোবাল হেলথ কেয়ার পলিসিধারকদের ইউএসএ-এর বাইরে ও ভেতরে বিশ্বব্যাপী কভারের মধ্যে বেছে নেওয়ার বিকল্প অফার করে। এই প্রোডাক্টটি ১ বছরের পলিসি কভার সময়ের জন্য পৃথক ভিত্তিতে ভারতীয়দের জন্য অফার করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের প্রবেশের বয়স ১৮ থেকে ৬৫ বছর এবং নির্ভরশীল শিশুদের জন্য আজীবন পুনর্নবীকরণ বিকল্পের সাথে ৩ মাস থেকে ৩০ বছর। ক্যাশলেস এবং রিইম্বারসমেন্ট দাবি নিষ্পত্তির বিকল্প উপলব্ধ। প্রিমিয়াম জিএসটি ছাড়া ৩৯,৪৩২ টাকা থেকে শুরু হয় যা একটি ইএমআই সুবিধার সাথে দেওয়া হয়।

বিদায় নিল এনবিইউ

ভুবনেশ্বরের কেআইআইটি ইউনিভার্সিটিতে আয়োজিত ইস্ট জোন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদের খো খো-তে বিদায় নিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ২৮ জুন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দল কোয়ার্টার ফাইনালে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ১ পয়েন্টে হেরে গিয়েছে।

ছত্তিশগড়ের রবিশংকর ইউনিভার্সিটিকে ১ ইনিংস ও ৩ পয়েন্টে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছিল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ১ ইনিংস ও ১৩ পয়েন্টে ভুবনেশ্বরের রামা দেবী ইউনিভার্সিটিকে হারিয়েছিল।

সোনা হল না দীপিকাদের

প্যারিসের চলতি স্টেজ থ্রি তিরন্দাজি বিশ্বকাপে কপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল দীপিকা কুমারী, অঙ্কিতা ভকত ও সিমরনজিৎ কাউর সমৃদ্ধ ভারতীয় মহিলা রিকার্ভ দলকে। ২৬ জুন খেতাবি লড়াইয়ে দীপিকারা ৫-১ পায়েন্টে চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে হেরে যান। গত তিন ম্যাচে দুরন্ত পারফরমেন্স দিয়ে দীপিকারা ফাইনালে উঠেছিলেন। ফলে মহিলা রিকার্ভ দলের হাত ধরে চলতি বিশ্বকাপে ভারতের ঘরে দ্বিতীয় সোনা আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এদিন তবে সেটি আর পূরণ হল না।

পাওয়ার লিফটিংয়ে জয়ী লিপিকা রায়

দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার পরিচালনায় ও অম্বিকানগর ক্লাসিক ব্যায়াম মন্দিরের সহযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের পাওয়ার লিফটিংয়ে ২৬ জুন মহিলাদের সিনিয়ারে বেঞ্চ প্রেস ও ডেড লিফটে স্ট্রং ওমেন হলেন লিপিকা রায়। উভয় ইভেন্টে তিনি ৫৫ কেজি বিভাগে নেমেছিলেন। সিনিয়ারে পুরুষদের বেঞ্চ প্রেসে স্ট্রংম্যান বিল্টু বাসফোর। তিনি ৫৫ কেজি বিভাগে নেমেছিলেন। মাস্টার্সে বেঞ্চ প্রেসে স্ট্রংম্যান অমলচন্দ্র রায়। তিনি ৪০-৫০ বছর বিভাগে নেমেছিলেন। প্রতিযোগিতাটি এনজেপি-র অম্বিকানগর স্পোর্টিং ক্লাব ও পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

থ্রো বলে উত্তরবঙ্গের ১১ জন

রাজস্থানের পুষ্করে অনুষ্ঠিত সিনিয়ার ন্যাশনাল থ্রো বলের জন্য রাজ্য দলে উত্তরবঙ্গের ১১ জন সুযোগ পেয়েছেন। দলে রয়েছে রিয়া বর্মন, জয়শ্রী বর্মন, বিতৃষা ঘোষ, ঝুমা কর, নির্জুলা বর্মন, শিখা বর্মন, মৌসুমী রায়, ইন্দ্রজিৎ বর্মন, বিজয় দাস, প্রবীর রায়, দীপ ঘোষ ও জয়দীপ বর্মন।

জেলা ক্যারাম এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় ক্যারাম প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি: সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব পরিচালিত ও জেলা ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় দুদিনের ক্যারাম প্রতিযোগিতা শুরু হলো সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব হল ঘরে।

২৫ জুন ফিতে কেটে প্রতিযোগিতার সূচনা করেন ক্লাব সম্পাদক মদন ভট্টাচার্য ও ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা। সূচনা পর্বে ক্লাব সম্পাদক মদন ভট্টাচার্য্য জানান বাংলার উর্তি খেলোয়াড়দের এই ২৯" ইঞ্চি ক্যারামের প্রতি আকর্ষণ নেই। ক্রিকেট,ফুটবল ও টেবিল টেনিস খেলার মতো যতটা আকর্ষণ রয়েছে ঠিক ততটাই আকৃষ্ট গড়ে তোলার জন্য কোচিং ক্যাম্প তৈরী করা হবে এই প্রতিযোগিতার শেষে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় খেলোয়াড় দুর্জয় ঘোষ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জীব ঘোষ।

কোচবিহারে ডুয়ার্স কাপে চ্যাম্পিয়ন কুমারগ্রাম ও ফালাকাটা

মাদারিহাট: কোচবিহার জেলা পুলিশের ডুয়ার্স কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুমারগ্রাম ব্লক। ২৩ জুন মাদারিহাট হাইস্কুল মাঠে ফাইনাল ম্যাচে কুমারগ্রাম ব্লক ২-০ গোলে কালচিনি ব্লককে হারিয়েছে। ম্যাচে জোড়া গোল করেন ফাইনালের সেরা।

প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ফালাকাটা-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ছিল ১-১। ফালাকাটা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে কালচিনি ব্লকের বাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। কালচিনির সুমিত সুব্বা ও ফালাকাটার অক্ষয় মাঝি গোল করে। ফাইনালের সেরা অক্ষয়। উভয় গ্রুপের চ্যাম্পিয়নদের ট্রফির ও ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। উভয় গ্রুপের রানার্স ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ২৫ হাজার টাকা। পুরস্কার তুলে দেন পুলিশের নর্থবেঙ্গল আইডি দেবেন্দ্রপ্রকাশ সিংহ, জলপাইগুড়ির ডিআইজি অমিত পি জাভালগি, আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, জয়গাঁর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কুন্তল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

টেবিল টেনিস একাডেমিকে ব্যবহার যোগ্য করে তোলার দাবি

শিলিগুড়ি: ২০২০ সালে টেবিল টেনিস খেলার অগ্রগতির জন্য শিলিগুড়ি জংশনের বানী মন্দির স্কুলের সন্নিকটে কোটি টাকা ব্যায়ে তৈরি করা হয়েছিল একটি টেবিল টেনিস একাডেমি। সেই একাডেমি খোলার পর অনেকেই ভেবেছিল ফের হয়তো টেবিল টেনিস নিয়ে শহর শিলিগুড়ি স্বমহিমায় ফিরবে। তৈরি হবে আরোও মান্তু ঘোষ,গনেশ কুন্ডুর মতো খেলোয়ার। কিন্তু আশা আশাই রয়ে গেছে।

বিগত দুবছর পেরিয়ে গেলেও আজও পরিতক্ত্য অবস্থায় পরে রয়েছে সেই একাডেমি। এমনটাই দাবি দার্জিলিং জেলা আম আদমী পার্টির। অবিলম্বে টেবিল টেনিস একাডেমিকে পুনরায় ব্যাবহারের যোগ্য করে তোলার দাবি জানিয়ে সরব হলো আম আদমী পার্টির সদস্যরা। ২৪ জুন তাদের দাবি নিয়ে একটি স্বারকলিপি প্রদান করতে রেল আধিকারীকের দারস্থ হন আম আদমি পার্টির সদস্যারা। তবে তাদের দাবি পত্র আধিকারীকেরা গ্রহন না করায়, ক্ষোভের সঞ্চার হয় তাদের মধ্য এই দাবি নিয়ে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দেন সংগঠনের জেলা অধ্যক্ষ্য দিব্যেন্দু মজুমদার।

জলপাইগুড়িতে ফের বন্ধ হল প্রথম ডিভিশন লিগ

জলপাইগুড়ি: পরপর তিনবার শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে গেল জলপাইগুড়ির প্রথম ডিভিশন লিগের খেলা। মাঠের বেহাল অবস্থার কারণে ২৮ জুন থেকে জলপাইগুড়ির প্রথম ডিভিশন লিগের খেলা তৃতীয় বারের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

বিবেকানন্দ স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের সঙ্গে ভগৎ সিংহ কলোনি রিক্রিয়েশন ক্লাবের খেলা ছিল। খেলাটি জেওয়াইএমএ মাঠে হওয়ার কথা ছিল। খেলা শুরু হওয়ার দুই দিন আগে থেকেই জলপাইগুড়িতে রাতে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। খেলার দিনও সারাদিন ধরেই বৃষ্টি হওয়ায় জেওয়াইএমএ মাঠে জল জমে যায়। জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে খেলা বন্ধ রাখা হয়।

এদিন যেই দুই ক্লাবের খেলা ছিল তাদের এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হয়। এর পর আবার প্রথম ডিভিশন না লিগের খেলা শুরু হবে তা নিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয়নি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলের যুগ্ম সম্পাদক সুরেশ গুপ্ত বলেন, "মাঠের অবস্থা ভাল হলেই খেলা হবে। সেদিন সূচি অনুসারে যাদের খেলা থাকবে তারাই খেলবে। কবে সেটা হবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না।"

এবছর জুনের ১১ তারিখ থেকে প্রথম ডিভিশন লিগের খেলা শুরু হয়েছিল। ১১ এবং ১২ তারিখে দু'টি খেলা হওয়ার পর খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এর পর বলা হয়েছিল ১৮ তারিখ খেলা শুরু হবে। কিন্তু মাঠের অবস্থা বেহাল হওয়ায় সিদ্ধান্ত হয় যে এই মাসের ২৮ তারিখ থেকে খেলা শুরু হবে।

পঞ্চম টেস্টে নেই রোহিত, নেতৃত্ব দেবেন বুমরাহ

এজবাস্টন: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ৩০ জুন বিসিসিআই জানিয়ে দিয়েছে, কোভিড আক্রান্ত হওয়ার কারণে পঞ্চম টেস্ট দলে নেই রোহিত শর্মা। সেই সঙ্গে বোর্ডের বিবৃতিতে বলা হয়, রোহিতের অনুপস্থিতিতে পঞ্চম টেস্টে ভারতের অধিনায়ক হচ্ছেন জশপ্রীত বুমরাহ। ১ জুলাই থেকে এজবাস্টনে শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট ম্যাচ। সেই টেস্টে ভারতের অধিনায়ক হয়ে টস করতে নামবেন বুমরাহ।

৩০ জুন সকালেও রোহিতের কোভিড টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তখনই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলে, খেলতে পারবেন না ভারতীয় অধিনায়ক। কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকে এসে দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় বলেন, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করা হবে যেন রোহিতকে খেলানো যায়।

জানা গেছে, ৩০ জুন রাত এবং ১ জুলাই সকালে কোভিড পরীক্ষা করা হবে রোহিতের। ইংল্যান্ডের নিয়ম অনুযায়ী, পরপর দু'টি কোভিড টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ আসলেই আইসোলেশন থেকে বেরিয়ে আসা যাবে। সেই মতোই দু'বার কোভিড পরীক্ষার করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। তবে সেই এবার বোর্ড সরাসবি জানিয়ে দিয়েছে, রোহিতের পঞ্চম টেস্টে খেলার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই।

রোহিতের অনুপস্থিতিতে সম্ভবত ওপেন করবেন চেতেশ্বর পূজারা ও শুভমন গিল। তিনে নামতে পারেন বিরাট কোহলি। তবে বোলিং কম্বিনেশন কী হতে পারে, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নয় ভারতীয় দল।

ইস্টবেঙ্গলকে খসড়া চুক্তিপত্র পাঠিয়েছে ইমামি

কলকাতা: বহু প্রতীক্ষার পর অবশেষে ইমামির খসড়া চুক্তিপত্র এসে পৌছল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। খসড়া চুক্তিপত্রটি এখন রয়েছে লাল হলুদের আইনজীবীদের কাছে। আইনজীবীরা সেই চুক্তিপত্রে সম্মতি দিলেই ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে চুক্তিপত্রে সই হবে ইমামির।

চুক্তিপত্রে সই হয়ে গেলেই শুরু হবে দলগঠনের কাজ। জানা গেছে, চুক্তিতে ইমামি আশি শতাংশ শেয়ার চেয়েছে যৌথ কোম্পানির। তবে ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের আশা, আলোচনার টেবলে বসে সেই শতাংশের কিছুটা কমানো সম্ভব হবে। তবে ইমামি বেশির ভাগ দায়িত্ব ইস্টবেঙ্গলের হাতেই তুলে দিতে চায়। এ ব্যাপারে ইস্ট বেঙ্গল এক শীর্ষ কর্তা বললেন, "এ বছর অনেক দেরি হয়ে গেছে। প্লেয়ার প্রায় নেই বললেই হয়। তবে আমরা চেষ্টা করব যথাসম্ভব ভাল টিম গড়তে। এখনও কোচও ঠিক হয়নি। আমরা কোচের পরামর্শ মেনেই টিম গড়ি। এ বছর সেই নিয়মটা মনে হয় মানতে পারব না। তবু চেষ্টা তো করতে হবে।"

ইস্টবেঙ্গল এবছর বেশ কয়েকজন ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলে রেখেছে। ইমামির সঙ্গে চুক্তির পর তাদের সঙ্গে চূড়ান্ত বলে সই করা হবে। আই এস এল-এর অন্য ক্লাবগুলো প্লেয়ার সই করার ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে আছে। এবছর ইস্টবেঙ্গল শুধু আই এস এল নয়, খেলবে ডুরান্ড কাপ, কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ এবং আই এফ এ শিল্ডে। আই এস এল খেলার পর থেকে ইস্টবেঙ্গল এই টুর্নামেন্টগুলো খেলেনি। এবার চারটে টুর্নামেন্টেই ইস্টবেঙ্গল দলকে দেখা যাবে।

ইউএস ওপেন খেলেই অবসর নিচ্ছেন সানিয়া

কলকাতা: ৬ বারের গ্র্যান্ড স্লাম বিজয়ী ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন। চলতি বছরের ইউএস ওপেনের পরেই সম্ভবত টেনিসকে বিদায় জানাতে চলেছেন- সানিয়া।

সানিয়া জানিয়েছেন, বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেন খেলেই অবসরের পরিকল্পনা করেছেন তিনি। তবে নতুন করে আবার চোট-আঘাতের পেলে তার আগেই সরে দাঁড়াবেন। শরীর ফিট থাকলে বা নতুন করে চোট না পেলে তিনি ফ্রেঞ্চ ওপেনের পরে বছরের বাকি দু'টি গ্র্যান্ড স্লাম উইম্বলডন ও ইউএস ওপেনেও খেলবেন। প্রতিটি প্রতিযোগিতার আগে প্রস্তুতি সারার জন্য সংশ্লিষ্ট কোর্টের দু'-একটি প্রতিযোগিতাতেও খেলবেন।

বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্লাম উইম্বলডন চলবে ২৭ জুন থেকে ১০ জুলাই। তার আগে বার্মিংহাম, বার্লিন বা ইস্টবোর্নে ঘাসের কোর্টে প্রস্তুতি সারতে পারেন সানিয়া। বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম ইউএস ওপেন শুরু

২৯ আগস্ট থেকে। চলবে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তত দিন পর্যন্ত চোটমুক্ত থাকলে খেলে যাবেন সানিয়া। তার পরেই টেনিসকে বিদায় জানাবেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96

শ্রী এল রামাস্বামী গুরু পূর্ণিমা টক পরিচালনা করবেন

কলকাতা: শ্রী এল রামাস্বামী কলকাতায় গুরু পূর্ণিমা টক পরিচালনা করেছেন। রামস্বামী আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক গাইড স্বামী পার্থসারথির একজন সিনিয়র শিষ্য। তিনি বেদান্ত একাডেমীতে বেদান্ত দর্শনের গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। বেদান্ত ইনস্টিটিউট কলকাতার প্রধান ইভেন্ট কো-অর্ডিনেটর, একটি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল অধ্যয়ন ক্লাস, গ্রুপ ডিসকাশন এবং ওয়ার্কশপ, পাবলিক ডিসকোর্স ইত্যাদির মাধ্যমে বেদান্তের মূল্যবোধ ছড়িয়ে দেওয়া। আলোচনার দুটি অংশ থাকবে। প্রথম সেশন হবে শনিবার, ২রা জুলাই ২০২২-এ সন্ধ্যা ৬.৩০ টা থেকে ৭.৪৫ পর্যন্ত। দ্বিতীয় অধিবেশন হবে ৩রা জুলাই রবিবার সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.১৫ পর্যন্ত। কলকাতার বাইরের দর্শকদের জন্য একটি লাইভ ওয়েবকাস্ট থাকবে।

একজন ব্যক্তির আসল এবং অপরিহার্য প্রকৃতি হল মুক্ত হওয়া। বেদান্ত আমাদের এই সত্যকে বুঝতে এবং ব্যবহারিকভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। বেদান্ত হল একটি প্রাচীন দর্শন যা নিয়মতান্ত্রিক এবং বৈজ্ঞানিকভাবে জীবনের চিরন্তন নীতিগুলিকে ব্যাখ্যা করে। এই নীতিগুলি একজনকে মানসিক শান্তির সাথে গতিশীল কর্মকে একত্রিত করতে সক্ষম করে। এটি পরিচিত মহাবিশ্ব এবং অজানা বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধানকে যোগ করে। এটি একজনকে আত্ম-উপলব্ধির চূড়ান্ত অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়।

শ্যাডোফ্যাক্স শক্তিশালী রাইডার পার্টনার কমিউনিটি তৈরি করেছে

কলকাতা: তামিলনাড়ুতে ৫,০০০ ডেলিভারি পার্টনারের চাকরির কথা ঘোষণা করার কিছুদিন পরেই, ভারতের বৃহত্তম হাইপারলোকাল, ক্রাউড সোর্সড লজিস্টিক প্ল্যাটফর্ম শ্যাডোফ্যাক্স প্রকাশ করেছে যে এটি ২০২২ সালের জুন মাসের শেষে ভারত জুড়ে ৭৫,০০০ ডেলিভারি পার্টনার নিয়োগ করবে। শ্যাডোফ্যাক্স তার ডেলিভারি নেটওয়ার্ক প্রসারিত করছে এবং অনেক কাজের সুযোগও তৈরি করছে। প্ল্যাটফর্মটি একটি শক্তিশালী রাইডার পার্টনার কমিউনিটি তৈরি করেছে যা একাধিক সুবিধা ভোগ করে। রাইডার্সরা প্রতি মাসে ৩৫,০০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করতে পারে। এছাড়াও প্ল্যাটফর্মটি তার ডেলিভারি পার্টনারদের ৭.৫ লাখ টাকার দুর্ঘটনা এবং হেলথ কভার সহ বিনামূল্যে মেডিকেল ইনস্যুরেন্সও অফার করে। শ্যাডোফ্যাক্স অন্যান্য রাইডার বেনিফিট প্রোগ্রামগুলিও অফার করে যেমন ফ্লেক্সিবেল ওয়ার্কিং টাইম এবং ডেলিভারি পার্টনারদের কমিউনিটির জন্য ন্যূনতম উপার্জনের গ্যারান্টি।

কোম্পানিটি বয়স, লিঙ্গ বা জাতি নির্বিশেষে চাকরির জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করে যারা বেশি দূরত্বে যাতায়াত করতে পারে না কিন্তু অর্থ উপার্জন করত বা আর্থিকভাবে স্বাধীন হতে চায়। একটি সহজ অনবোর্ডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, রাইডাররা তাদের বাইক বা সাইকেলে ডেলিভারি সম্পন্ন করতে পারে। যাদের কাছে কোনো গাড়ি নেই তাদের জন্য কোম্পানির একটি ইলেকট্রিক ভেহিকেল ভাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের যা যা করতে হবে তা হল শ্যাডোফ্যাক্স অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে, যাচাইয়ের জন্য তাদের প্যান এবং আধার কার্ড আপলোড করতে হবে এবং প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে নিকটতম অনবোর্ডিং কেন্দ্রে যেতে হবে। সব ফর্মালিটিস শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাইডাররা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের কাজ শুরু করতে পারে।

শিলিগুড়িতে নতুন নীক অনেস্টলি ন্যাচারাল আইসক্রিম স্টোর

শিলিগুড়ি: সবচেয়ে প্রিয় আইসক্রিম ব্র্যান্ডের মধ্যে একটি নীক অনেস্টলি ন্যাচারাল আইসক্রিম সারা দেশে নতুন স্টোর এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি খুলতে প্রস্তুত। শহর জুড়ে তাদের আইসক্রিমের স্বাদের আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এটি তাদের নতুন স্টোর এবং ফ্র্যাঞ্চাইজি চালু করার মূল বাজার হিসাবে শিলিগুড়িকে বেছে নিয়েছে।

এটি প্যান ইন্ডিয়াতে বেশ কয়েকটি স্টোর পরিচালনা করে এবং বিভিন্ন ফুড টেক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমেও পরিবেশন করে। ব্র্যান্ডটি একটি সম্প্রসারণ কৌশলের পরিকল্পনা করছে যা এমন জায়গায় উন্নয়নে অবদান রাখবে যেখানে তারা শহরে আরও ভালো স্বাদ এবং বিভিন্ন ধরনের আইসক্রিম স্বাদের পরিচয় দিতে পারে। এই নতুন স্টোরটি তার সমৃদ্ধ, ক্রিমই এবং সুস্বাদু স্বাদের সাথে পরিচিত করার জন্য প্রস্তুত, কারণ তারা তাদের সমস্ত প্রোডাক্টে শুধুমাত্র ১০০ শতাংশ প্রাকৃতিক উপাদান এবং বিশুদ্ধ দুধ ব্যবহার করে, এতে কোন কৃত্রিম স্বাদ, রং বা সংরক্ষণকারী নেই। ওয়াকো ফুড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক সঞ্জীব শাহ বলেছেন, "আমরা আত্মবিশ্বাসী যে নীক অনেস্টলি ন্যাচারাল আইসক্রিম আমাদের সক্রিয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার ফলে শিলিগুড়ি এবং সারা দেশে বৈচিত্র্যময় স্বাদের আনন্দ দিতে থাকবে।"

ফিগারো বেবি ম্যাসাজ অয়েল শিশুর স্কিনের পুষ্টি জোগায়

কলকাতা: ভারতের অন্যতম প্রিয় ব্র্যান্ড ফিগারো অলিভ অয়েল ফিগারো বেবির সাথে একটি নতুন প্রোডাক্ট বিভাগে প্রবেশের ঘোষণার কথা উদযাপন করেছে। এই সম্পূর্ণ নতুন প্রোডাক্ট - ফিগারো বেবি ম্যাসেজ অয়েল - স্কিনের ময়শ্চারাইজিং উন্নত করার জন্য একটি শিশুর সূক্ষ্ম ত্বকের জন্য ডারমাটোলজিক্যালি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। অয়েলটি একটি অল-ন্যাচারাল ফর্মুলেশন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যা স্কিনকে পুষ্ট করে এবং নরম করে তোলে।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিন দ্বারা পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে শিশুদের অলিভ অয়েল দিয়ে মালিশ করা হয়েছিল তাদের ড্রাই ম্যাসাজ করা শিশুদের তুলনায় ভাল-ময়েশ্চারাইজড স্কিন ছিল। ম্যাসাজ সবসময়ই একটি শিশুর প্রাথমিক পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা মা এবং শিশুর মধ্যে একটি শক্তিশালী বন্ধন তৈরি করার সময় একটি শিশুর মাসেলকে শক্তিশালী করতে অবদান রাখতে পারে। ফিগারোর নতুন লঞ্চটি অলিভ অয়েল, সমৃদ্ধ ভিটামিন ই দিয়ে তৈরি একটি প্রোডাক্টের মাধ্যমে একটি নবজাতক শিশুর স্কিনের যত্নের চাহিদা পূরণ করে, যার ফলে স্কিন সুস্থ ও ময়শ্চারাইজড থাকে। ফিগারো বেবি ১০০মিলি, ২০০মিলি এবং ৪০০মিলি-তে পাওয়া যাবে, যার দাম যথাক্রমে ১৯৯, ৩৭৫ এবং ৬৯৯ টাকা।

ফিগারোর কান্ট্রি ম্যানেজার - সিলাদিত্য সারঙ্গি বলেছেন, "ফিগারো বেবি গ্রাহক-মায়েদের একটি অনেক বিস্তৃত জনসংখ্যায় পৌঁছানোর দিকে মনোনিবেশ করছে যারা একটি ব্র্যান্ড এবং প্রোডাক্ট খুঁজছেন, যা তারা স্বচ্ছতা এবং উচ্চ-মানের মানের সাথে বিশ্বাস করতে পারেন।"

পে-টিএম-এর Photo QR ফিচার

নয়াদিল্লি: পেমেন্ট করার সুবিধাকে আগের তুলনায় অনেক সহজ করে দিয়েছে ডিজিটাইজেশন। বর্তমানে প্রায় প্রতিটি ছোট বা বড় দোকান এবং ব্যবসার জায়গায় QR কোড দ্বারা পেমেন্ট করার সুবিধা দেখতে পাওয়া যায়। একটি বড় মলের বিলাসবহুল শোরুম হোক অথবা রাস্তার ধারে থাকা কোনও চায়ের দোকান, সব জায়গায় এখন QR পেমেন্টের সুবিধা পাওয়া যায়। ডিজিটাল পেমেন্ট এখন খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে ২০ লক্ষেরও বেশি ব্যবসায়ী এই ফিচারটি ব্যবহার করছেন।এই ফিচারটি ব্যবহার করে ব্যবসায়ীরা তাঁদের QR কাস্টমাইজ করতে পারেন। ব্যবসায়ীরা QR-এ নিজেদের পছন্দমতো ছবি যুক্ত করতে পারেন। এছাড়া Photo QR-এ দোকানের নাম ও ফোন নম্বরও অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। এটি সব দিক থেকেই ব্যবসাকে গ্রাহকদের সঙ্গে জুড়ে রাখার একটি দুর্দান্ত অপশন। Photo QR-এ সাধারণ QR-এর সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকার পাশাপাশি কিছু নতুন দুর্দান্ত বৈশিষ্ট্যও যুক্ত করা হয়েছে।

Photo QR অর্ডার করতে ব্যবসায়ীদের বেশি কিছু করতে হবে না। প্রথমে Paytm for Business অ্যাপের হোমপেজে গিয়ে Photo QR আইকনে ক্লিক করতে হবে। এর পর QR এর জন্য একটি ফটো নির্বাচন করে পরবর্তী ধাপের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ছবি নির্বাচন করার পর ব্যবসায়ীকে একটি ঠিকানা দিতে হবে। অর্ডার দেওয়ার পর Paytm for Business অ্যাপে অর্ডার চেক করা যাবে। সর্বত্র ব্যবহৃত সাধারণ QR এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে। সাধারণ QR ব্যবহার করার জন্য যে সমস্ত সুবিধা পাওয়া যায় তা Photo QR-এও পাওয়া যাবে।

নেপালের চায়ের রমরমায় বিপন্ন দার্জিলিং টি

দার্জিলিং: সস্তার নেপালের চায়ের রমরমার কারণে দার্জিলিং চায়ের বিপন্ন হওয়ার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করল বাণিজ্যিক বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি। রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের কাছে সাংসদ বিজয়সাই রেড্ডির নেতৃত্বাধীন ওই সংসদীয় কমিটি এব্যাপারে একটি রিপোর্ট পেশ করেছে। স্ট্যান্ডিং কমিটির ১৭১তম রিপোর্টটিতে বেশ কিছু সুপারিশ ও পর্যবেক্ষণের কথা জানানো হয়েছে। কমিটির সদস্য তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট বলেন, পাহাড়ে চা শিল্পের নানা সমস্যার কথা স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে।

বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি দার্জিলিংয়ের চা শিল্পের নানা ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে গোটা দেশের চা শিল্পের ওপর সংশ্লিষ্ট নানা মহলের সঙ্গে দুটি বৈঠক করেছিলেন। সেই আলোচনার ওপর ভিত্তি করে রিপোর্টটি তৈরি করা হয়। তাতে সস্তার নেপাল চা কে দার্জিলিং চা বলে বিক্রি করায় বিশ্ব বাজারে পাহাড়ের চায়ের ভাবমূর্তি শুধু খারাপ হচ্ছে তাই নয় ঘরোয়া চায়ের বাজারের ওপরও তার বিশেষ প্রভাব পড়ছে। এর প্রতিকার হিসেবে বাণিজ্যমন্ত্রকের কাছে স্ট্যান্ডিং কমিটি নেপাল চায়ের রপ্তানির ওপর নজরদারি সুপারিশ করেছে। পাশাপাশি আমদানিকৃত চায়ের গুণগত মান যাচাইয়ের জন্য দার্জিলিং জেলায় এনএবিএল অনুমোদিত কোয়ালিটি কনট্রোল ল্যাবরেটরি তৈরির প্রস্তাবও দিয়েছে। নেপাল থেকে নিয়ে আসা চায়ের মজুতের ওপর ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ ট্রেড রেমেডিজ (ডিজিটিআর) যাতে তদন্ত করে ও আমদানিকৃত চায়ের মজুতের ওপর যাতে কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্যও সুপারিশ করা হয়েছে।

দার্জিলিং-এর ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত চা যাতে সেখানকার সংগঠিত ক্ষেত্রের ৮৭টি বাগানের জিআই রেজিস্ট্রেশন পেতে পারে এমন কথাও বলেছে সংসদীয় কমিটি।

মাইগ্ল্যাম-এর নতুন এক্সক্লুসিভ পোপক্সো সানকেয়ার রেঞ্জ

শিলিগুড়ি: মাইগ্ল্যাম তার নতুন এক্সক্লুসিভ পোপক্সো সানকেয়ার রেঞ্জ প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছে। এই নতুন কালেকশনে ফেস, বডি এবং হেয়ার প্রোডাক্ট রয়েছে। ডারমাটোলজিক্যালি পরীক্ষিত রেঞ্জে সমস্ত স্কিন টাইপের জন্য একটি প্রোডাক্ট রয়েছে। প্রচারাভিযানের প্রতিশ্রুতি - #POPxoSPFIsYourBFF অনুসারে সূর্য ও ডিভাইসগুলির ব্লু লাইটের থেকে স্কিনকে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।

পোপক্সো সানকেয়ার রেঞ্জের উদ্ভাবনী প্রোডাক্টগুলি কার্যকর, নন-স্টিকি এবং এতে কোনো হোয়াইট কাস্ট নেই। এগুলিকে টাইটানিয়াম, ভেনুসিয়ান, কাকাডু প্লাম, জিঙ্ক অক্সাইডের মতো উচ্চ মানের উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা কমপক্ষে এসপিএফ

৩০ পিএ+++ সহ ব্রড-স্পেকট্রাম সুরক্ষা প্রদান করে। সমগ্র রেঞ্জটি ৪৯৯ টাকার মূল্য পরিসীমার মধ্যে উপলব্ধ, যা এটিকে অল্পবয়সী মহিলাদের জন্য সাশ্রয়ী করে তোলে।

নতুন চালু হওয়া রেঞ্জে উদ্ভাবনী প্রোডাক্ট রয়েছে যেমন পোপক্সো সেলফি-রেডি টিন্টেড সানস্ক্রিন এসপিএফ ৫০, পোপক্সো এইচ২ও বুস্টার সানস্ক্রিন জেল এসপিএফ ৩০, পোপক্সো গ্লো গোলস ইলুমিনেটিং সানস্ক্রিন এসপিএফ ৩০, পোপক্সো সান সোদার আফটার সান অ্যান্ড ফেস বডি লোশন, লাইট, পোপক্সো সান গ্লেজ আল্ট্রা-লাইট ফেস এবং বডি অয়েল এসপিএফ ৩০ এবং পোপক্সো বিচ বাম আল্ট্রা-লাইট ফেস এবং বডি সানস্ক্রিন স্প্রে এসপিএফ ৫০। সমস্ত প্রোডাক্টগুলি ক্রুয়েলটি-ফ্রি, অ্যালকোহল-ফ্রি এবং প্যারাবেন-ফ্রি।

প্রি ওয়ার্কআউট স্ন্যাক হিসেবে কলা আর নয়, খান তরমুজ

শরীরে দ্রুত শক্তির সঞ্চার করে কলা এবং কলা খাওয়ার একাধিক উপকারিতা রয়েছে। তাই অনেকেই প্রিওয়ার্কআউট স্ন্যাকস হিসেবে কলা খান। তবে কলায় ফ্রুকটোজের পরিমাণ বেশি থাকায় ডায়বেটিকরা ওয়ার্কআউটের আগে এই ফল যত এড়িয়ে যান ততই ভাল। কারণ কলা খাওয়ার ফলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়। তা হলে ডায়বেটিকরা কী খাবেন?

চিন্তা নেই কলার বদলে কোন ফল খেলে সবথেকে বেশি উপকৃত হবেন ডায়বেটিকরা এই নিয়ে তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন ফুড থেরাপিস্ট ডাঃ রিয়া ব্যানার্জি অঙ্কোলা।

প্রি ওয়ার্কআউট স্ন্যাকঃ

ডায়বেটিস রোগীরা ওয়ার্কআউট করার প্রায় তিরিশ থেকে ষাট মিনিট আগে প্রি ওয়ার্কআউট স্ন্যাক হিসেবে এক কাপ তরমুজ খেতে পারেন।

ডায়বেটিকদের জন্য তরমুজ এত উপকারী কেনঃ

- তরমুজে জল থাকে অনেক বেশি তাই এটা শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে।
- তরমুজে খনিজ পদার্থ, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে যেটা মাংশপেশির ব্যাথ্যা কম করে দেয়।
- তরমুজে প্রচুর পরিমাণ পোটেশিয়াম আছে। পোটেশিয়াম মাংশপেশির খিচুনি কম করতে সাহায্য করে।
- তরমুজে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে।
- তরমুজে ন্যাচারাল চিনির মাত্রাও খুব কম থাকায় এই ফল খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায় না আবার খিদেও পায় না।
- তরমুজে ফাইবারের মাত্রা অনেক কম তাই এটা সহজপাচ্য।
- তরমুজে প্রচুর পরিমাণে সিট্রুলিন রয়েছে, এটা এক ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড যা মেটাবলিজমের পর অ্যার্জিনাইনে পরিবর্তন হয়। এই আর্জিনাইন মানব দেহের জন্য ভীষণ উপকারী। এটা কার্ডিয়োভ্যাস্কুলার ও শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

তরমুজের সঠিক উপকার পেতে এই ফল দিনের প্রধান খাবারগুলির সঙ্গে মিশিয়ে খাবার খাবেন না। তরমুজের রস না খেয়ে বরং গোটা ফল খেয়ে নিন। ভেজিটেবিল স্যালাডের সঙ্গেও এই ফল খাবেন না। কারণ, সবজির সঙ্গে ফ্রুকটোজ খেলে তা হজম প্রক্রিয়ার গতি স্লথ করে দেয়। না হলে বদহজমের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং পেটে ফুলে যেতে পারে।

একাগ্রতা ও মনোযোগ বাড়াতে নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায় রাখুন এই ৫ খাবার

দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েন কিংবা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের হাতছানিতে আজকাল মনোযোগ ও একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটে বহুবার। এর ফলে নিত্যদিনের কাজেও ব্যাঘাত ঘটে। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে মেডিটেশন থেকে প্রাণায়ম কিংবা শরীরচর্চা করেন অনেকেই। প্রত্যেকদিনের কাজে মনোযোগ ও একাগ্রতা বাড়াতে এই সব কিছুর থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টিকর ও সুষম আহার। তাই মনোযোগ ও একাগ্রতা বাড়াতে নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায় এই খাবারগুলো রাখলে উপকার পাবেন।

● বিট

বিট দেখে ভক্তি হয় না অনেকের কিন্তু এই বিটে এত পরিমাণ পুষ্টি রয়েছে যে শরীরের নানা সমস্যার সমাধানে দারুণ কার্যকরী এই বিট। সমানভাবে একাগ্রতা ও মনোযোগ বাড়াতেও বিট খুবই উপকারী। বিট হার্ট ভাল লাগে ও মস্তিষ্কে রক্ত ও অক্সিজেনের সরবরাহ বাড়িয়ে তোলে। এর ফলে মস্তিষ্ক কার্যক্ষমতাও বেড়ে যায়।

● জল

শরীরের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল কতটা উপকারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল শরীর হাইড্রেট করে রাখে ও একাগ্রতা ও মনোযোগ বাড়িয়ে তোলে। তাই নিয়মিত যদি ২ থেকে ৩ লিটার জল খাওয়া যায় তা হলে মস্তিষ্ক ভাল থাকে। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও বজায় থাকে।

● পালংশাক

পালংশাকে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। এই উপাদান ব্রেন সেল পুনর্নির্মাণ করতে ভীষণ উপকারী। পাশাপাশি এটা কগনেটিভ এবিলিটিও বজায় রাখে। তাই এমন কোনও কাজ যাতে মস্তিষ্কের ওপর জোর পড়ে সেই সব কাজ সুচারু রূপে মস্তিষ্ককে সাহায্য করে পালংশাক।

● ওটমিল

সকালে এক বাটি ওটমিল শুধু যে শরীরে শক্তির সঞ্চার করে তাই নয় বরং একাগ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে। মন শান্ত রাখে। একই সঙ্গে এতে ক্যালোরির পরিমাণে কম থাকায় শরীর হালকা ও ভাল রাখে। শরীর ভাল থাকলে মাথাও ভাল কাজ করে।

● কলা

কলা তো শুধু ফল নয় যেন পুষ্টির খনি। এই কলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থ। এই সব উপাদন শরীর চন মনে রাখতে অত্যন্ত আবশ্যক। তাই সময়ের অভাবে চটজলদি পুষ্টির ঘাটতি ঘটাতে কলা খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া কলায় প্রচুর পরিমাণে পোটেসিয়াম রয়েছে। মস্তিষ্কের কার্যকলাপে এই পোটেশিয়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একাগ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে।

একটানা অনেকক্ষণ বসে কাজ করেন?

এই অভ্যেস এক্ষুনি না ছাড়লে হতে পারে বড় বিপদ

অফিসে কিংবা বাড়িতে ওয়ার্ক ফর্ম হোমে একটানা বসে কাজ করেন অনেকেই। জানেন কি আপনার এই অভ্যেসই আপনার অজান্তে শরীরের ডেকে আনতে পারে একাধিক সমস্যা। এই কারণেই বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘক্ষণ একই জায়গায় বসে কাজ করার অভ্যেসকে ধুমপানের সঙ্গে তুলনা করেছে। ধুমপানের ফলে যেমন শরীরে একাধির রোগ বাসা বাঁধে ঠিক তেমনই একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকার ফলে হার্টের একাধিক সমস্যা হতে পারে। পাশাপাশি কোনও শারীরিক কার্যকলাপের অভাবে ফুসফুসের ধারণক্ষমতা কমে যায়।

■ তবে শুধু হার্ট ও ফুসফুসের সমস্যাই নয় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকারে ফলে তল পেটে চর্বি জমে ওজন বাড়ে। এর ফলে শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। এখানেই শেষ নয় দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার ফলে হাড়ের সমস্যা, গিঁটে ব্যাথ্যা, ঘাড়ে ব্যাথা, পিঠে ব্যাথার মত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

■ হাঁটাচলার অভাবে প্রভাবি হয় আমাদের মানসিক স্বা উদ্দেশ্যহীনতা, একাগ্রতার অভাব তৈরি হয়, উদ্বেগ বাড়ে।

■ কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে এই নিয়ে তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন নিউট্রিশনিস্ট নমামী অগ্রওয়াল। তাঁর পোস্টে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে একাধিক শারীরিক সমস্যার সূত্রপাত ও এই সমস্যার সমাধানের উপায়ের কথা জানিয়েছেন এই পুষ্টিবিদ।

■ বাড়িতেই হোক কিংবা অফিসে দীর্ঘক্ষণ এই বসে থাকার অভ্যেসের থেকে বেরোতে হবে। এরজন্য প্রত্যেক দু'ঘণ্টা অন্তর একবার করে ব্রেক নিতেই হবে। তা যত গুরুত্বপূর্ণ কাজই থাকুক না কেন। শরীরের থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নয়।

প্রত্যেক দু'ঘণ্টা অন্তর পনেরো মিনিট ধরে হেঁটে নিতে হবে। সব সময় হাঁটার মতো পরিস্থিতি না থাকলে অন্তত জলের বোতল ভরতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে একবার করে উঠন। এতে একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকার সাইকেল টা ব্রেক করা যাবে। পাশাপাশি সারাক্ষণ চেষ্টা করুণ পীঠ ও শিরদাঁড়া যাতে সোজা থাকে। তা না থাকলেই কিন্তু পীঠ ও শিরদাঁড়ার একধিক সমস্যা হতে পারে।